পরিবেশ অধিদপ্তর

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

প্রকাশকাল ২০২২

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

প্রকাশকাল ২০২২

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর | Department of Environment

প্রকাশক
ড. আবদুল হামিদ
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

Published by
Dr. Abdul Hamid
Director General, Department of Environment

প্রকাশকাল
জুন ২০২২

Publication Time
June 2022

উপদেষ্টা
মোঃ হুমায়ুন কবীর
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পরিবেশ অধিদপ্তর।

Advisor
Md. Humayun Kabir
Additional Director General (Additional Secretary)
Department of Environment

সম্পাদনা পরিষদ
ড. আবদুল্লাহ আল মামুন, উপপরিচালক
মোহাম্মদ আব্দুল আজিম, সহকারী পরিচালক
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান, রিসার্চ অফিসার
সাইফুল আশ্রাব, সহকারী পরিচালক
মুক্তাদির হাসান, সহকারী পরিচালক
মির্জা আসাদুল কিবরিয়া, সহকারী পরিচালক
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র কেমিস্ট
মোঃ মোসলেম উদ্দিন, ড্রাফটসম্যান
মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, পরিদর্শক

Editorial Board
Dr. Abdullah Al Mamun, Deputy Director
Mohammad Abdul Azim, Asst. Director
Md. Mahbubur Rahman Khan, Research Officer
Syful Asrab, Asst. Director
Muktadir Hasan, Asst. Director
Mirza Asadul Kibria, Asst. Director
Md. Abdhullah Al Mamun, Senior Chemist
Md. Moslam Uddin, Draftsman
Mohammad Zahurul Islam, Inspector

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান
রিসার্চ অফিসার

Cover Design
Md. Mahbubur Rahman Khan
Research Officer

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ৮১৮১৮০০ ফ্যাক্স: ৮১৮১৭৭২
ই-মেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd
facebook.com/doebd

Department of Environment
Poribesh Bhaban, E/16 Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207
Phone: +880 2 8181800 Fax: +880 2 8181772
Email: dg@doe.gov.bd
Web: www.doe.gov.bd
facebook.com/doebd

কপিরাইট ২০২২
পরিবেশ অধিদপ্তর

Copy Right 2022
Department of Environment

মুদ্রণ ও অলংকরণ
টার্টল, ৬৭/ডি, গ্রিন রোড, ঢাকা

Design & Printing
turtle, 67/D, Green Road, Dhaka

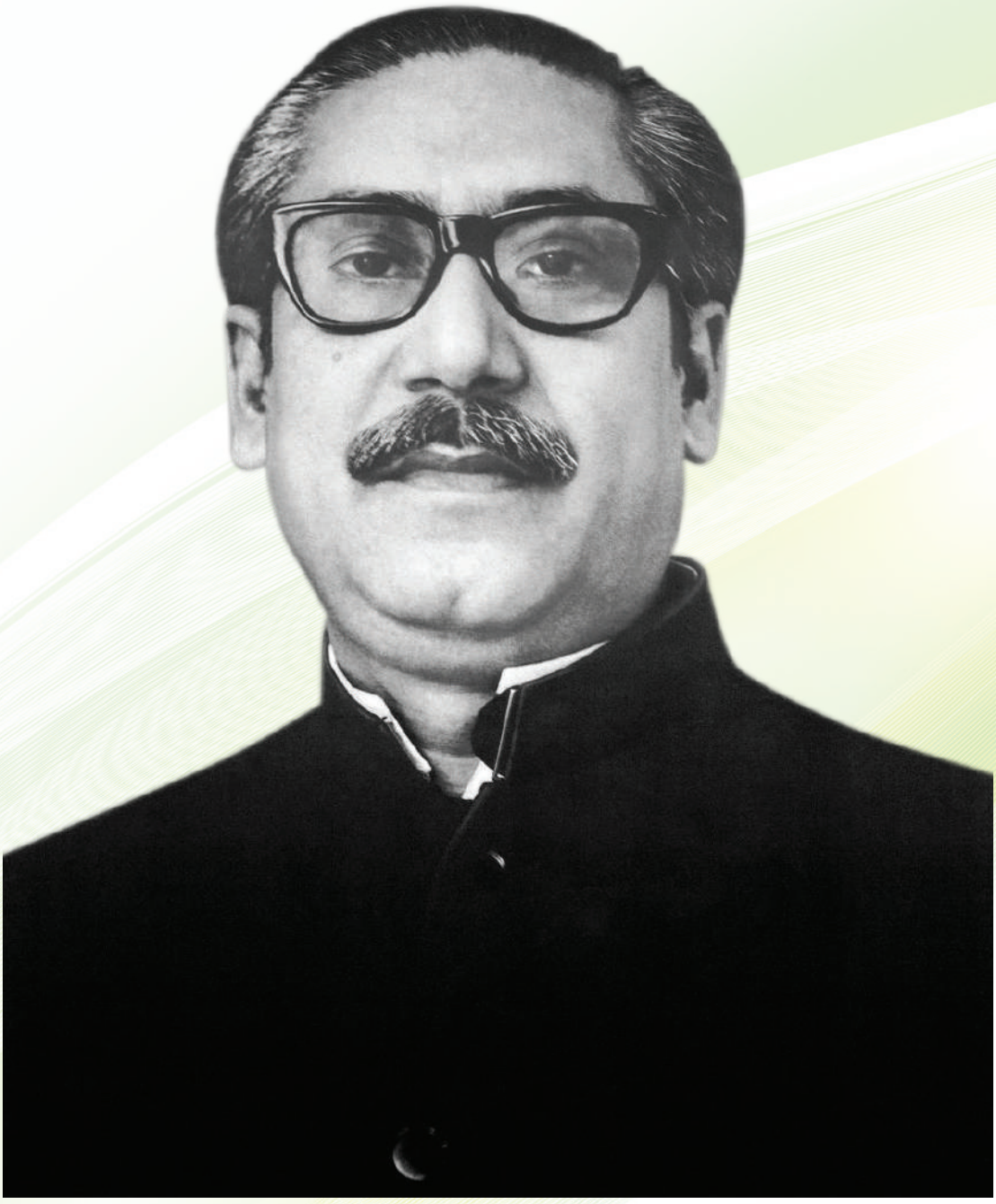

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান

মুখবন্ধ

পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর, নিরাপদ ও দূষণমুক্ত বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করা। পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালার প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের পরিবেশগত অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই উন্নয়নে রূপান্তরকরণে পরিবেশ আইনের প্রয়োগ অপরিহার্য। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে যা হলো-"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন"।

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ন এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয়, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি, বর্জ্য ও ক্ষতিকরদ্রব্য সামগ্রীর অব্যবস্থাপনা, ভূমিক্ষয় ও মাটির গুণগতমানের অবনতি, প্রকৃতির পরিবর্তন, জলাভূমির অপদখল, শব্দদূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং আরো অনেক ধরনের পরিবেশগত অবক্ষয় ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে জনসাধারণকে। পরিবেশ অধিদপ্তর সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময় পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক তথ্যের প্রচার এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের জাতীয় পরিবেশ নীতি হালনাগাদ ও সময়পযোগী করে পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, পানি সম্পদ, কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ দেশের সার্বিক টেকসই উন্নয়নের নীতি হিসেবে নতুনভাবে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ বিরোধী অভিযান পরিচালনা এবং ক্ষতিপূরণ আরোপ ও আদায়, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা রুজু করে পরিবেশ এবং এ সংশ্লিষ্ট আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, আইন, সমঝোতাস্মারক, রীতিনীতি ও অনুশাসনের অপরিহার্য। পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কায় পরিবেশ অধিদপ্তর পূর্ব সতর্কতামূলক নীতি (Precautionary Principle) অনুসরণ, দূষণকারী কর্তৃক সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির দায় পরিশোধের নীতি (Polluters Pay Principle) এবং সকলের কিন্তু পৃথকীকৃত দায়-দায়িত্ব (Common but Differentiated Responsibility)-এর স্বপক্ষে বরাবরই জোরালো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদ (United Nations Convention on Biological Diversity, UNCBD), জাতিসংঘ মরুময়তা প্রতিরোধ সনদ (United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD)-সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলছে। জলবায়ু সহিষ্ণুতা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন: অভিযোজন, প্রশমন, অর্থায়ন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রভৃতি বিষয়েও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় পরিবেশ অধিদপ্তর বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব (Mandate), কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত গতিপথ কী হবে তা নিয়েই রচিত এই পুস্তিকা।

পরিবেশ ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
জুন ২০২২

ড. আবদুল হামিদ
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

Prologue

The vision of the Department of Environment (DoE) is to ensure a sound, safe, beautiful and pollution free liveable environment for all present and future generations. The department is working for establishing environmental right of the citizens as well as ensuring environment conservation through appliying environmental laws, rules, regulations and principles. Application of environmental law is must for transforming economic development to sustainable development in line with environmental conservation. The most comprehensive of the country's environmental laws, the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Amended 2010), underscored the necessity and expedience "to provide for conservation of the environment, improvement of the environmental standards and control, and mitigation of environmental pollution."DoE derives its mandate from the Constitution, the supreme law of the land. Article 18A of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh states: "The state shall endeavour to protect and improve the environment and preserve and safeguard natural resources, biodiversity, wetlands, Forest and wild life for the present and future citizens." This article bears the essence of the fundamental State Principle of 'Right to Life' that sets forth the overarching objectives of environment conservation.

Bangladesh faces unprecedented environmental challenges due to rapid unbanization and industrialization. The citizens of the country are to face water pollution, air pollution, degradation of environment and ecosystem, biodiversity loss, management of waste and harmful substances, noise pollution, illigal encroachment of waterbodies, climate vulnerability and impacts and land degradation problems. The DoE addresses these challenges through enforcement, dissemination of information, awareness and motivation. The Department imposes penalties and resorts to enforcement drives as and when necessary. DoE also seeks redress in environmental courts. DoE attempts to involve all other stakeholders through consultations to ensure people's participation and create awareness. For that reason, National Environment Policy 1992 has been revised and updated to later the need of time. Environment Policy 2018 has been prepared as a principle of entire sustainable development of the country including environment, ecology, biodiversity, water resource, agriculture, climate change and natural resource management.

As a technical and regulatory arm of the MoEFCC, the DoE is a party to numerous multilateral environmental agreements (treaties, conventions, and protocols). DoE has promoted the precautionary principle as a basis of international public policy and articulates the Polluters Pay Principle and the logic of differentiated rights in its advocacy strategies. The Department plays a distinct role in the international negotiations under United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and other international environmental forums. DoE raises its voice on different climate change issues, such as, adaptation, mitigation, loss and damage, financing, technology development and transfer, capacity building etc., while asserting its own position and speaking on behalf of the Least Developed and Developing Countries.

This booklet presents an epitomic brief on the Vision, Mission, Mandate, and activities of the DoE, together with a roadmap to nurture change, monitor progress and achieve results.

Paribesh Bhaban
Agargaon, Dhaka 1207
June 2022

Dr. Abdul Hamid
Director General
Department of Environment

সূচিপত্র

পরিবেশ অধিদপ্তরের যাত্রা	৯
সংগঠন	৯
রূপকল্প	১১
অভিলক্ষ্য	১১
পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনী কাঠামো	১১
পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৩
পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ	১৩
সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ	১৩
বায়ুদূষণ ও বায়ুমান মনিটরিং	১৩
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ	১৬
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ	১৭
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম	১৭
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	১৮
জীবনিরাপত্তা	১৯
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা	১৯
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা	১৯
গবেষণা কার্যক্রম	২০
ব্লু ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২০
ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম	২১
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	২১
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	২৩
আন্তর্জাতিক কনভেনশন/ প্রটোকল/ চুক্তি	২৪
মরুময়তা রোধ	২৫
ভূমির অবক্ষয় রোধে গৃহীত কার্যক্রম	২৫
ওজোনস্তর রক্ষা	২৬
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় থ্রি আর	২৬
থ্রি আর পাইলটিং	২৭
পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন	২৭
পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন	২৮
পরিবেশ সেবা ফোকাল পয়েন্ট	২৮
গবেষণাগার	২৮
মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট	২৯
জনসচেতনতা	২৯
গণশুনানি	৩০
সহায়তা কেন্দ্র	৩০
জাতীয় পরিবেশ পদক	৩০
পরিবেশ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প	৩১
মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	৩৪
আগামীর গতিপথ	৫৯
আইনগত সংস্কার	৫৯
প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	৫৯
পদ্ধতিগত সংস্কার	৬০
কর্মসূচি সংক্রান্ত সংস্কার	৬০
পরিশিষ্ট	৬৫
পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক/বিভাগীয়/মহানগর/জেলা কার্যালয় ও বিভাগীয় গবেষণাগার	৬৭

CONTENTS

Vision	12
Mission	12
Legal Framework	12
Mosaic of Action	36
Creation of Department of Environment	10
Organization	10
Water Pollution Control	36
Marine Pollution Control	36
Air Pollution and Air Quality Monitoring	36
Steps initiated to Control Air Pollution	38
Noise Pollution Control	39
Biodiversity Conservation	40
Biosafety	41
Natural Resources management and Research	41
Ecologically Critical Area (ECA) Management	41
Research activities	42
Action taken to implement Blue Economy	42
Activities on Climate Change	43
International Conventions/ Protocols/ Treaties	45
Combat Desertification	46
Program to address Land Degradation	46
Protecting ozone Layer	47
3R Initiative	48
3R piloting	48
Environmental Clearance and Renewal	49
Automation of Environmental Clearance and its Renewal	50
Focal Point for Environmental Services	50
Blue Economy Action Plan	50
Laboratories	51
Monitoring and Enforcement	52
Public Awareness	52
Public Hearing (Gonoshunani)	53
Help Desk	53
National Environment Award	53
Development Project Activies of Department of Environment	54
Human Resources Development	57
Accommodate with New Waves of Change	61
Legal Reforms	61
Institutional Reforms	61
Procedural Reforms	63
Programmatic Reforms	63
Epilogue	66
Regional/Divisional/Metropolis/Districs offices and Divisional Laboratories of Department of Environment	71

পরিবেশ অধিদপ্তরের যাত্রা

পরিবেশ রক্ষা, মনোন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বিস্তৃত কর্মপরিধি নিয়ে বিভিন্ন ঘটনার ক্রমধারা অনুসরণ করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর আত্মপ্রকাশ করেছে, যে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যুদয়ের একটি বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৯৭২ সনে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম (Stockholm) এ অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত "মানব পরিবেশ সংক্রান্ত ঘোষণা" (Declaration on the Human Environment) অনুসরণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারি করে। অতঃপর সরকার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ২৭ জন কর্মী নিয়ে প্রকল্পটি কাজ শুরু করে। এরপর সামগ্রিক পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারী করে।

১৯৭৭ সনে সরকার পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যকে প্রধান করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করেন। ১৯৭৭ সনেই সরকার একজন পরিচালককে প্রধান করে ২৬ জন কর্মী নিয়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। এ সেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১১৮ জন জনবল নিয়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

এভাবে ১৯৮৫ সনে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অনুবৃত্তিক্রমে গঠিত হয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সনে এ অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন সৃষ্ট এ অধিদপ্তরের নামকরণ হয় পরিবেশ অধিদপ্তর। তখন থেকে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন একজন মহাপরিচালক।

সংগঠন

পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া (রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়), বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর অবস্থিত আটটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে অবস্থিত দুইটি মহানগর কার্যালয় ও ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুইটি গবেষণাগারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমানে ৫০টি জেলা অফিস চালু রয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি অফিস পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান জনবল ১১৩৩ জনে উন্নীত হয়েছে যার মধ্যে মাত্র ৫৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছেন। দেশের বিদ্যমান পরিবেশগত সমস্যার ব্যাপকতা এবং অধিদপ্তরের কাজের মাত্রা বিবেচনায় এ জনবল নিতান্ত অপ্রতুল।

Creation of Department of Environment

The emergence of the Department of Environment follows a chronology of events. The foremost Global initiative on environment was the Declaration on the Human Environment adopted at the United Nations Conference on Human Environment (UNCHE) held in Stockholm, the capital city of Sweden in 1972. As a sequel to this Declaration, by the leadership of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman the Government of Bangladesh promulgated the Water pollution Control Ordinance in 1973, The Government the took up a project primarily aimed at water pollution control under the aegis of the Department of the public Health Engineering. The project started functioning with a staff level of 27. Environment Pollution Control Ordinance was enacted in 1977. An Environment pollution Control Board was created with a member of the planning commission as the chair. An Environment pollution Control Cell headed by a Director was established in 1977 also with staff-strength of 26. In 1985, the Department of pollution Control was created. Under this cell to run the environment pollution control program, environment pollution control project was taken with 118 manpower. Finally, in 1989 the Department of pollution control was renamed and restructured as the Department of Environment (DoE) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC). Since then the Department is led by a Director General.

Organization

The Department discharges its responsibilities through a Head Office, eight Regional/Divisional Offices located in Dhaka, Chattogram, Khulna, Bogura (Rajshahi Divisonal office), Barishal, Sylhet, Mymensingh, Rangpur and two Environmental Labs and two Metropolitan Offices situated at the metropolises of Dhaka and Chattogram. At Present 50 district offices are in operation, remaining 14 offices gradually will be launched. Present number of manpower of DoE has been increased up to 1133, of them 572 are working. Given the magnitude of the environmental problems in the country and the ramification of the organization functions, the staffing level is considered far from being adequate.

রূপকল্প (Vision)

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ করা।
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- 'গ্রিন গ্রোথ'কে উৎসাহিত করা

পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনী কাঠামো (Legal Framework)

পরিবেশ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত নীতি, আইন ও বিধিমালা এবং পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল দ্বারা পরিচালিত হয়:

১. জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮
২. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)
৩. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭
৪. পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০
৫. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪
৬. জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্ম-কাঠামো, ২০০৬
৭. শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬
৮. চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮
৯. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯
১০. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় থ্রি-আর কর্মকৌশল, ২০১০
১১. বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১
১২. জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২
১৩. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)
১৪. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার বিধিমালা, ২০১৬
১৫. জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬-২০২১
১৬. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭
১৭. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১
১৮. ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১

পরিবেশ অধিদপ্তর এ সকল নীতিমালা ও বিধানাবলী ছাড়াও সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে জড়িত এবং আরো বহুসংখ্যক নির্দেশাবলী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিপালন করে থাকে।

Vision

To ensure sustainable environmental governance for achieving high quality of life for the benefit of present and future generations.

Mission

To help secure a clean and healthy environment for the benefit of present and future generations:

- Through the fair and consistent application of environmental rules and regulations
- Through guiding, training, and promoting awareness of environmental issues; and
- Through sustainable action on critical environment problems that demonstrate practical solution, and that galvanize public support and involvement.

Legal Framework

1. Environment policy, 2018
2. Bangladesh Environment Conservations Act, 1995 (Amendment 2010)
3. Environment Conservation Rules, 1997
4. Environment Court Act, 2010
5. Ozone Layer Depleting Substances (Control) Rules, 2004
6. National Biosafety Framework, 2006
7. Noise pollution (Control) Rules, 2006
8. Medical Waste Management and processing) Rules, 2008
9. Bangladesh Climate Change Strategy and Action plan, 2009
10. National 3R Strategy for Waste Management, 2010
11. Hazardous Waste and Ship Breaking Waste Management Rules, 2011
12. Bisafety Rules, 2012
13. Brick Making and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Amendment 2019)
14. Ecologically Critical Area Management Roles, 2016
15. National Biodiversity Strategy and Action plan, 2016-2021
16. Bangladesh Biodiversity Act, 2017
17. Solid Waste Management Rule, 2021
18. Hazardous Waste (E-Waste) Management Rule, 2021

Beside these policies and regulations, the Department of Environment is involved in the work of other partner organizations and also implements a number of other directives, directly or indirectly.

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ পরিবেশ অধিদপ্তরে অন্যতম প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং জনগণকে আইনের বিধি নিষেধ পালনে অভ্যস্ত করে তোলাও পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। অধিদপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ অধিদপ্তরের বহুমাত্রিক কাজের মধ্য থেকে কিছু কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে পানির গুণগতমান মনিটরিং করছে। প্রধান মনিটরিং প্যারামিটারগুলো হল: pH, Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dessolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity, Arsenic (As), Lead (Pb), Chromium (Cr), Ges Total alkalinity. সারাদেশের নদীর পানির গুণগত মানের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বছর ভিত্তিক Water Quality Report নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পানি ও মাটি দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনায় শিল্পকারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা বাধ্যতামূলক।

সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ

ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ (spill) আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক বিধায় কোন দুর্ঘটনার কারনে সমুদ্রে, উপকূলীয় এলাকায় অথবা নদী, লেক, জলাভূমি ও প্লাবনভূমিতে তেল ও রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়লে তা প্রশমনের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য "জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (National Oil Spill Contingency Plan বা NOSCOP)" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০২০ সালে তা প্রকাশিত হয়েছে। তেল ও রাসায়নিক পদার্থ কোনো দুর্ঘটনার কারণে সমুদ্র, উপকূলীয় এলাকা বা নদী, লেক, জলাভূমি ও পাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়লে তা প্রশমনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য "জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (NOSCOP)" অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অংশীজনদের সমন্বয়ে ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনা অনুসরণ করা যেতে পারে।

মেরিন লিটার (Marine litter) এখন জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের মেরিন লিটারের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য Soth Asia Co-operative Environment Programme (SACEP)-এর সহায়তায় একটি জাতীয় রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধকরণ ও সমুদ্রের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত জোট "Commonwealth Clean Oceans Alliance (CCOA)" এ বাংলাদেশ ২০১৯ সালে যোগদান করেছে।

বায়ুদূষণ ও বায়ুমান মনিটরিং

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনুষঙ্গ হিসাবে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেড়েছে অনেক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ুদূষণ প্রকট আকার ধারণ করছে। সারাদেশে সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা পরিচালনা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম, শিল্প কারখানার উন্মুক্ত নিঃসরণ ও যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া, কঠিনবর্জ্য ও বায়োমাস পোড়ানো, ইত্যাদি বায়ুদূষণের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়াও আন্তঃসীমান্ত (transboundary) দূষণ দেশের বায়ু দূষণের মাত্রাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দেশের বড় বড় শহরগুলোতে বায়ুদূষণ অন্যতম একটি পরিবেশগত সমস্যা। নগরায়ন ও শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, যানবাহন, শিল্পকারখানা ও ইটভাটা বায়ু দূষণের মূল উৎস। পরিবেশ অধিদপ্তর সারাদেশে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন ও ১৫ টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনের মাধ্যমে বায়ুমান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে পরিচালিত ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (ক্যামস) ও ১৫টি কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (সি-ক্যামস) এর অবস্থান নিম্নে ম্যাপে দেখানো হলো:

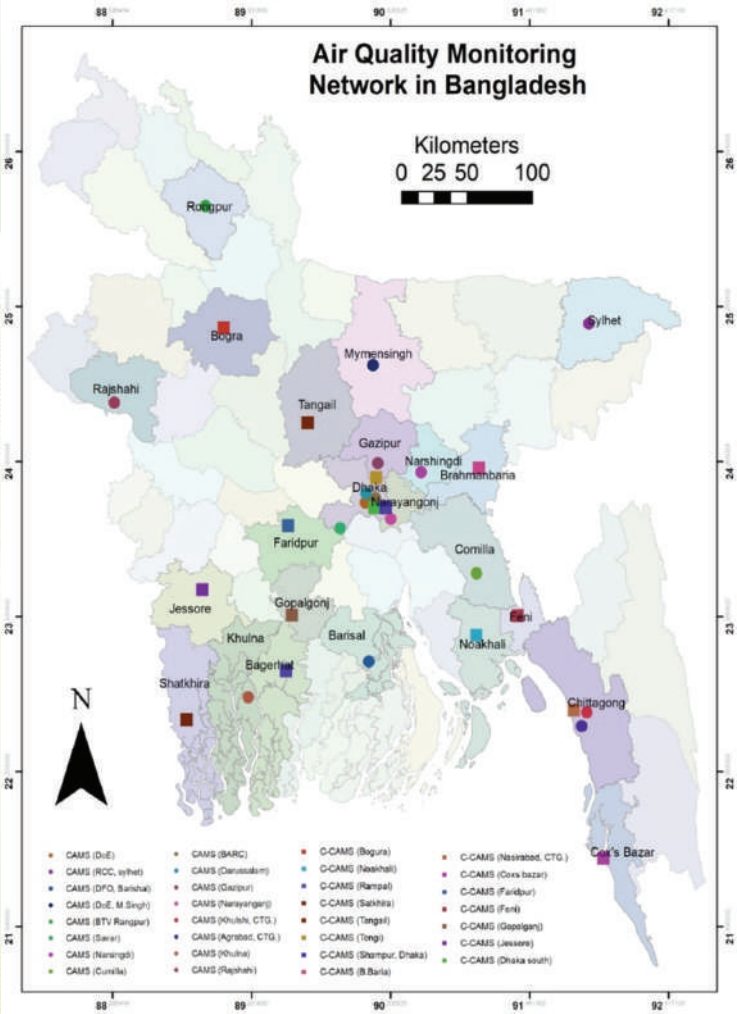

চিত্র ১: দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্টেশনের অবস্থানগত চিত্র

বায়ুর গুণগত মান পরিমাপকৃত ডাটাসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আবহাওয়াগত কারণে বিভিন্ন মৌসুমে বায়ু দূষণের মাত্রা অনেক তারতম্য ঘটে। শুষ্ক মৌসুমে বাতসের গতি কম ও উত্তর পশ্চিম কোণ হতে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে দেশে বৃষ্টিপাত কম হয়। সে কারণে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে এসময় বায়ু দূষণের (বস্তুকণা- Particulate Matter-PM) এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর গুণগত মান পর্যালোচনায় দেখা যায়, শুষ্ক মৌসুমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিপার্শ্বিক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। যা কোন কোন সময় নির্ধারিত মানমাত্রার দ্বিগুন হয়ে যায়। বর্ষাকালে বায়ু বঙ্গোপসাগর হতে বাংলাদেশে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়, যা বায়ুগুণগত মান উন্নয়নে সাহায্য করে। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় (বর্ষা মৌসুমে) বায়ুগুণগত মান ভালো অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকে। সরকার নির্ধারিত পারিপার্শ্বিক ২৪ ঘন্টা গড় বায়ুর $PM_{2.5}$ এবং PM_{10} এর মানমাত্রা যথাক্রমে ৬৫ $\mu g/m^3$ এবং ১৫০ $\mu g/m^3$। উল্লেখ্য, সারা বছর অন্যান্য বায়ু দূষকসমূহ যেমন: SO, CO, NOx এবং O_3 মানমাত্রার মধ্যে থাকে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা $PM_{2.5}$ ও PM_{10}, SO, CO, NOx এবং O_3 সহ আবহাওয়াগত উপাত্তসমূহ নিয়মিত পরিমাপ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক মনিটরিং স্টেশনের উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে মাধ্যমে Air Quality Index (AQI) এ রূপান্তরিত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

Air Quality Index (AQI) এর ক্যাটাগরিসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়:

Air Quality Index (AQI) for Bangladesh			
Air Quality Index (AQI)	Category		Colour
	In English	In Bangla	
0-50	Good	ভালো	Green
51-100	Moderate	মোটামুটি	Yellow Green
101-150	Caution	সতর্কতামূলক	Yellow
151-200	Unhealthy	মোটামুটি অস্বাস্থ্যকর	Orange
201-300	Very unhealthy	খুব অস্বাস্থ্যকর	Red
301-500	Extremely unhealthy	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর	Purple

টেবিল ১: Air Quality Index (AQI) এর ক্যাটাগরিসমূহ

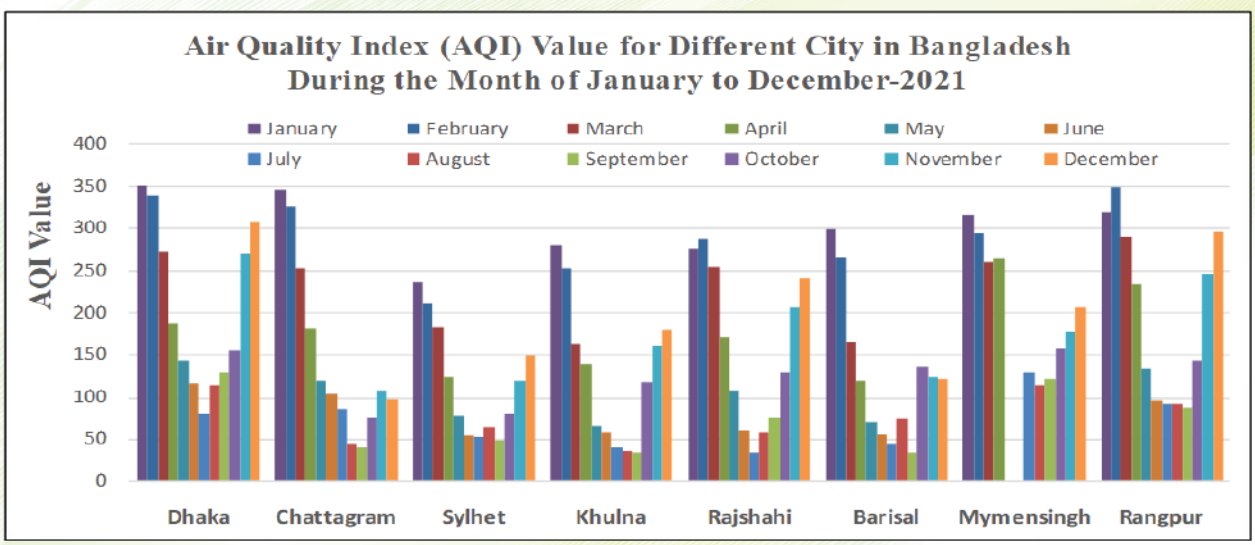

চিত্র ২: আটটি বিভাগীয় শহরে জানুয়ারি-ডিসেম্বর (২০২১) মাসের AQI এর তুলনামূলক চিত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা $PM_{2.5}$ এবং PM_{10}, SOx, CO, NOx এবং O_3 উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণত $PM_{2.5}$ প্যারামিটারটি সবসময় AQI হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে। $PM_{2.5}$ প্যারামিটারটির বায়ুতে ঘনত্ব বা মান 0 থেকে 20.04 mg/m³ এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা ভালো, ২০.৫ থেকে 40.4 mg/m³ এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা মোটামুটি ৪০.৫ থেকে ৬৫.৪ mg/m³ এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা সতর্কতামূলক, ৬৫.৫ থেকে ১১০.৪ mg/m³ এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা অস্বাস্থ্যকর, ১১০.৫ থেকে ৩৫০.৪ mg/m³ এর মধ্যে থাকলে AQI অবস্থা খুব অস্বাস্থ্যকর, ৩৫০.৫ mg/m³ এর উপরে হলে AQI অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ সকল মনিটরিং স্টেশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক বা Air Quality Index (AQI) পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ

পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি চিন্তা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন' অনুচ্ছেদটি সংযোজন করেন। সংবিধান সমুন্নত রাখা ও সত্যিকারের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ তথা বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নাই।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিত করে সেসকল উৎসসমূহের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর অংশ হিসাবে সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষে "ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩" (সংশোধিত ২০১৯) কার্যকর করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ আশেপাশের পাঁচটি জেলার অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং সারাদেশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সরকারি নির্মাণ কাজে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সরকার পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ১০০% ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ব্লক ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রচার প্রচারণাসহ সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে একটি খসড়া বিধিমালা অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিধিমালাটি অনুমোদিত হলে তা "বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২" নামে অভিহিত হবে। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকার আশেপাশে অভিযান চালিয়ে সকল অবৈধ টায়ার পাইরোলাইসিস এবং লেড এসিড ব্যাটারী রিসাইক্লিং কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।

ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের করণীয় নির্ধারণ করে চূড়ান্ত নির্দেশিকা (গাইড লাইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকায় (গাইড লাইন) বর্ণিত করণীয়সমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এসআরও) জারি করা হয়েছে এবং মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের মধ্যে উক্ত প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে "নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ" নামক প্রকল্প ২০১৯ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে সারাদেশে ৩১(একত্রিশ)-টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামের ফলে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকা শহরে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফুটওভার ব্রিজ ও অটো ট্রাফিক সিগনাল প্রদান করা হয়েছে। বায়ু, পানি ও বর্জ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST) প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র ৩: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি।

চিত্র ৪: ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গমন ও শব্দ দূষণবিরোধী অভিযান

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ

ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরসমূহের বহুমাত্রিক মারাত্মক পরিবেশ দূষণ সমস্যার অন্যতম হচ্ছে শব্দদূষণ। উচ্চমাত্রায় শব্দ শ্রবণশক্তি হ্রাস ও শরীরের রক্তচাপ বৃদ্ধি করে, হৃদযন্ত্রের কম্পন বাড়িয়ে দেয়, হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, মাংসপেশীর খিঁচুনি সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি শিশুদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত করে। রাস্তায় গাড়ি চালকদের বেপরোয়া, বেহিসেবি ও অহেতুক হর্ন বাজানোর প্রবণতাই এর জন্য মুখ্যত দায়ী। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার "শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬" জারি করেছে। বিধিমালাটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১৫-২০১৭ দুই বছর মেয়াদি "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি" শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দ সচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সুরক্ষিত শ্রবণ, সুরক্ষিত জীবন প্রতিপাদ্য নিয়ে ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর "আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস" পালন করেছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম

জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যেসব কারখানার শব্দের মান বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭, এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ অনুযায়ী বর্ণিত এলাকায় নির্ধারিত মানমাত্রার বাইরে পাওয়া গেছে সেসব শিল্পকারখানা/ প্রকল্প কার্যক্রমের শব্দদূষণের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়। জানুয়ারি ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত শব্দদূষণের দায়ে মোট ৯৮টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ৬৬১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৭,০৭,৭০০/- টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়েছে। এই কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরত্বারোপ করছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সময়সীমা ০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৭৯৮.৪৮০ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের আওতায় শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়-এর চারপাশের সড়কসমূহকে ও আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকাকে "নীরব এলাকা" ঘোষণা করা হয়েছে এবং শব্দদূষণরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

গ্রহণের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার ও বিআরটিএ এর চেয়ারম্যানকে অনুরোধপত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনসহ সকল (এগারোটি) সিটি কর্পোরেশনের অধীনে 'নীরব এলাকা' ঘোষণা করা হয়েছে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারনাসহ নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। একইসাথে "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প" এর আওতায় নীরব এলাকা ঘোষণার জন্য সকল পৌরসভার মেয়রদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে শব্দদূষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক ৬০টি সাইনবোর্ড তৈরি ও স্থাপনা করা হয়েছে এবং ৬ লক্ষ ৪০ হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক বার্তা/তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড স্থাপনের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় শব্দের মাত্রা পরিমাপ বিষয়ক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং এর আওতায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভাগীয় শহরসহ জেলা শহরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে ১৪৪ টি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,৬২০ জনকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ৫: সাংবাদিক এবং পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর অংশীদার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর আলোকে জাতীয়ে পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ ও বাংলাদেশ জীববেচিত্র্য আইন, ২০১৭ জারি করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ জাতীয় প্রতিবেদনের খসড়া সিবিডি সেক্রেটারিয়েটে দাখিল করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দেশের কয়েকটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যথা: হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা, সোনাদিয়া ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জীবনিরাপত্তা (Biosafety)

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সনদের অন্তর্গত কার্টাগেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটির সদস্য দেশ হিসেবে জীবনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়নপূর্বক এগুলো বাস্তবায়নে কাজ করেছে। কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীবের (Genetically Modified Organism, GMO) গবেষণা, উন্নয়ন, স্থানান্তর ও আন্তঃদেশীয় পরিবহনের ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর আওতায় জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২-এর ইংরেজি ভাষান্তর এবং বায়োসেফটি গাইডলাইনস ২০০৮-এর বাংলা ভাষান্তরসহ হালনাগাদ খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি অত্যাধুনিক GMO Ditection Lab প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। দেশের প্রকৃতির উপর ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও জনসম্পদের (Common Properties) সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সময় সময় এ-বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা, সমীক্ষা ও জরিপ কাজের ফলাফল ও তথ্যভিত্তিক ডাটাবেইস তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও ইস্যু সম্পর্কে গবেষণা, সমীক্ষা ও জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ, সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা, ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করে সরকার ইতোমধ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়নসহ ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফ-পেনিনসুলা এবং সোনাদিয়া ইসিএ-তে Strengthening and Consolidation of Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas Through Biodiversity Conservation এবং সেন্টমার্টিন ইসিএ-তে Ecosystem-based Management of Biodiversity of Saint Martin Island প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুসারে বিভিন্ন সময়ে নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) (Ecologically Critical Area, ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে:

(১) সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটার পেরিফেরি,
(২) কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত,
(৩) সেন্টমার্টিন দ্বীপ,
(৪) সোনাদিয়া দ্বীপ,
(৫) হাকালুকি হাওর,
(৬) টাংগুয়ার হাওর,
(৭) মারজাত বাওড়,
(৮) গুলশান-বারিধারা লেক,
(৯) বুড়িগঙ্গা নদী,
(১০) তুরাগ নদী,
(১১) বালু নদী,
(১২) শীতলক্ষ্যা নদী এবং
(১৩) জাফলং-ডাউকি নদী ও খাশিয়া পুঞ্জিসহ নদীর উভয় তীরের ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকা।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোতে ইসিএ সংক্রান্ত পদ সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে যথাক্রমে জেলা ইসিএ কমিটি, উপজেলা ইসিএ কমিটি এবং ইউনিয়ন ইসিএ কমিট গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে গ্রাম পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG) ভিসিজি যেগুলো সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত।

গবেষণা কার্যক্রম

পরিবেশ দূষণ পরিবীক্ষণ ও প্রশমনের নতুন উপায় বের করার লক্ষ্যে প্রতিবছর পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণা তহবিলের আওতায় দেশের বিশিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত ৪ টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

1. A Study on the Design and Operation of Industrial Effluent Treatment Plant phase-.
2. An Online Effluent Treatment Plant (ETP) Monitoring System Development and Operation Piloting.
3. Baseline Development for SDG Inducator 12.5.1 on National Recycling Rate and Materials Recycled.
4. Assessment of Methane Emission from Matuail and Amin Bazar Landfill Site and Options for Mitigation.

ব্লু ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০১২ সালে মায়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্র সীমানা বিষয়ক International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)-এর মামলা নিষ্পত্তির কারণে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে প্রায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার উপর সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিকনির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্লু-ইকোনমি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিবেশ অধিদপ্তর ও সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণরোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণে ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের দীর্ঘদিনের নিয়মিত কিছু কাজের মধ্যেও বর্তমান ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্লু-ইকোনোমি কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "সুনীল অর্থনীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ সমীক্ষা প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে। ব্লু-ইকোনমি কর্মপরিকল্পনার যে সকল কাজ বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের অতিরিক্ত সময় ও অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এ সকল কাজের জন্য নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে:

১. সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ।
২. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের সমন্বিত তথ্যভার তৈরি।
৪. উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ।
৫. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
৬. সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকল বাস্তবায়ন করে সমুদ্র দূষণরোধ এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ সংরক্ষণ করা।
৭. সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা।
৮. সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা।
৯. সমুদ্র পরিবেশ ও পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্য ভান্ডার তৈরী করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর "Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে উপকূল ও সমুদ্র এলাকার পরিবেশ,

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম কর্তৃক ইপিজেড এলাকা হতে কর্ণফুলী নদীর মোহনা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে মোট ৪টি পয়েন্টে নিয়মিত সমুদ্রের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর Marine Pollution পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নতুনভাবে উপকূলীয় এলাকার মোট ৫২টি Pollution Hotspot চিহ্নিত করেছে। উক্ত হটস্পটগুলোতে শীঘ্রই পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ তে সমুদ্র দূষণ মনিটরিং এর জন্য কোনো মানমাত্রা না থাকায় নতুন করে মানমাত্রা সংশোধিত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য বিধিমালা সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সমুদ্রতে তেল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের আকস্মিক নিঃসরণজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণে National Oil Spill Contingency Plan (NOSCOP) প্রণীত হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর ও সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণরোধ, সমুদ্র সম্পদ আহরণে ও সমুদ্র সম্পদেও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

১. সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ।
২. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের সমন্বিত তথ্যভার তৈরি।
৪. উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ।
৫. উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
৬. সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকল বাস্তবায়ন করে সমুদ্র দূষণরোধ এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ সংরক্ষণ করা।
৭. সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা।
৮. সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা।
৯. সমুদ্র পরিবেশ ও পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা।

বর্ণিত কার্যক্রমের মধ্যে "জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি"এবং "সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা" কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প চলমান রয়েছে।

এছাড়া সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা লক্ষ্যে "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" বা "বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ" - শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ যা মানবসভ্যতার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কারিগরি সংস্থা IPCC-এর সর্বশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক Sixth Assessment Report (AR6) প্রতিবেদনে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে রেডএলার্ট জারি করা হয়েছে। মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশসহ উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের দেশসমূহ বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনমুলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সার্বিক সমন্বয় সাধন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত উলেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

• BCCSAP হালনাগাদকরণ

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) ২০০৯ প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক update করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে হালনাগাদকৃত BCCSAP-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা শীঘ্রই চুড়ান্ত করা হবে।

• National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকার UNFCCC-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করছে। ভবিষ্যতে NAP দেশে অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে মূল দলিল হিসেবে কাজ করবে। ইতিমধ্যে NAP-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী জুন ২০২২-এর মধ্যে NAP চূড়ান্ত করা হবে।

• Nationally Determined Contributions (NDC) প্রণয়ন

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৫-এ জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়নপূর্বক UNFCCC Secretariat-এ দাখিল করে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী NDC হালনাগাদের বাধ্যবাধকতা থাকায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক NDC পর্যালোচনা (Review) ও হালনাগাদকরণপূর্বক (Update) বিগত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে UNFCCC Secretariat-এ দাখিল করা হয়েছে। উক্ত Updated NDC-অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে Unconditionally ৬.৭৩% গ্রিনহাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যার পরিমান ২৭.৫৬ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট এবং Conditionally (বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রিনহাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যার পরিমান ৬১.৯ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট।

• Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) প্রণয়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'Mujib Climate Prosperity Plan' গ্রহণ করেছে, যা মূলত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP)-এ বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিপথকে জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং তা থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

• Climate Technology Centre and Network (CTCN)

পরিবেশ অধিদপ্তর UNFCCC-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Climate Technology Centre and Network (CTCN)-এর আওতায় উন্নত দেশ হতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং প্রশমন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে National Designated Entity (NDE) হিসেবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত ০৩টি জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু অভিযোজন ও প্রশমন প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- Technology for Monitoring & Assessmentof Climate change impact on Geo-morphology in the Coastal areas of Bangladesh.
- Technical Assistance for saline water purification technology at household level and low-cost durable housing technology for coastal areas of bangladesh.
- Development of a certification course for energy managers and energy auditors of Bangladesh.

এছাড়াও প্রাথমিকভাবে আরও ০৬টি অভিযোজন ও প্রশমন টেকনোলজি চিহ্নিত করে Technical Assistance এর জন্য CTCN-AFCIA-তে প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।

• Joint Crediting Mechanism (JCM)

জাপান সরকার কর্তৃক গৃহীত Joint Crediting Mechanism (JCM)-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাপান হতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ/প্রচলনে সহায়তা লাভ করছে যার মূল লক্ষ্য স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা। পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে JCM সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। এর আওতায় এ পর্যন্ত ০৪ টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। JCM-এর আওতায় আরও ০১ টি প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার আওতায় Asian Development Bank (ADB) এবং Japan Fund for JCM (JFJCM)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বরিশাল-গোপালগঞ্জ এলাকায় High Efficiency Transmission Line স্থাপন করা হচ্ছে।

• Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প বাস্তবায়ন

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে UNFCCC-এর Kyoto Protocol এর আওতায় স্থাপিত Clean Development Mechanism (CDM)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ২৪টি CDM প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২১টি প্রকল্প UNFCCC-র CDM Executive Board কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। উলেখ্য কয়েকটি প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ১৮.৫৬ মিলিয়ন Certified Emission Reductions (CERs) ইস্যু হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপনপূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত গবেষণায় ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায় যে, বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩.৮-৫.৮ মিলিমিটার। এ গবেষণার তথ্য মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে এ শতকের শেষে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১২.৩৪%-১৭.৯৫% সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।

- Global Environmental Facility (GEF)-এর সহায়তায় Least Developed Countries Fund (LDCF) –এর অর্থায়নে এবং United Nations environment Programme (UNEP) এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাকালুকি হাওর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় ৫.২ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেশ ব্যবস্থা ভিত্তিক অভিযোজন (Ecosystem based Adaptation to climate change) কার্যক্রম বিষয়ক "Ecosystem based Approaches to Adaptation" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

- UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Adaptation Fund হতে ৯.৯৯৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে UNDP-এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির আওতায় উপকূলীয় ছোট দ্বীপ ও নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটিতে প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

- UNFCCC-এর আওতায় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সমর্থনে বাংলাদেশে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে প্রশমন কার্যক্রমসমূহকে সহায়তার নিমিত্ত First Biennial Update Report (BUR1) প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী UNFCCC-এর প্রতিটি সদস্য দেশ কর্তৃক National Commitment বাস্তবায়ন অগ্রগতি ট্র্যাকিং এবং রিপোর্টিং-এর জন্য Enhanced Transparency Framework প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ লক্ষ্যে Global Environment Facility (GEF)-এর অর্থায়নে FAO, Bangladesh-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- (১) জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বচ্ছতা-সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালী করা; (২) প্যারিস চুক্তির আর্টিকেল ১৩-এ নির্ধারিত বিধানগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা (tools, training, and assistance) প্রদান; এবং (৩) সময়ের সাথে সাথে স্বচ্ছতার (Transparency) উন্নতিকরণ।

চিত্র ৬: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঙ্গলবার (০২ নভেম্বর, ২০২১) স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ সম্মেলন কেন্দ্রে স্কটিশ প্যাভিলিয়নে "উইমেন এন্ড ক্লাইমেট চেইঞ্জ" শীর্ষক হাই-লেভেল প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন -পিআইডি/ফোকাস বাংলা নিউজ

আন্তর্জাতিক কনভেনশন/ প্রটোকল/ চুক্তি

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিবেশ সংশিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন/ প্রটোকল/ চুক্তির বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর অপারেশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন কনভেনশন ও প্রটোকল সংশিষ্ট সচিবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্য প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকিতে আছে এরূপ পরিবেশ সংশিষ্ট প্রধান কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন/ প্রটোকল/ চুক্তি নিম্নরুপ:

1. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol and Paris Agreement
2. UN Convention on Biological Diversity (CBD) and Cartagena Protocol on Bio-safety
3. UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)
4. Basel convention on the Control of Trans-boundary Movements of hazardous Wastes and their Disposal
5. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
6. The Montreal protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (a protocol to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)
7. Minamata Convention on Mercury
8. Convention on Wetlands of International importance especially as Water Flow Habitat (Ramsar Convention, 1971)

মরুময়তা রোধ

বাংলাদেশ United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) স্বাক্ষর ও অনুসাক্ষর করে যথাক্রমে ১৯৯৪ ও ১৯৯৬ সালে। ভূমির অবক্ষয়রোধ সনদ UNCCD-এর সদস্য দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। মরুময়তা, খরা ও ভূমির অবক্ষয় রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh National Action Program for Land Degradation and Drought 2014-2024-NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ UNCCD সচিবালয়ে প্রতি চার বছর পরপর ভূমির অবক্ষয়রোধ সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় সপ্তম জাতীয় প্রতিবেদনের খসড়া (The 7th National Report) দাখিল করা হয়েছে।

এ বছর আইভরি কোস্টের রাজধানী আবিদজানে UNCCD এর কনফারেন্স অব দ্য পার্টি বা COP-১৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ৭: আইভরিকোস্টে অনুষ্ঠিত UNCCD COP-15 অংশগ্রহণ

ভূমির অবক্ষয় রোধে গৃহীত কার্যক্রম

ক) ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ভূমির অবক্ষয় রোধে Establishing National Land Use and Land Degradation Profile toward Mainstreaming SLM Pratices in Sector Policies শীর্ষক প্রকল্প পরিবেশ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। যার উপাদানগুলো হচ্ছে-

প্রকল্প উপাংশ	ফলাফল
উপাংশ-১ ভূমির ব্যবহার ও ভূমির অবক্ষয় সংক্রান্ত চিত্র প্রণয়ন	ভূমির অবক্ষয় ও দেশে ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা
উপাংশ-২ টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনাকে মূল স্রোতধারায় আনয়ন	এসএলএম ব্যবহারে উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা
উপাংশ-৩ টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ	টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

খ) Land Degradation Neutrality-Target Setting Programme (LDN-TSP)

এছাড়াও United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD)-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ভূমির অবক্ষয় নিরপেক্ষ (Land Degradation Neutrality-LDN) কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের স্বপক্ষে মতামত দেয়। বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত ৬ টি খাতে Voluntary National LDN Targets অর্জনের নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে:

Target 1: To improve soil fertility and Carbon status in 2000 km² of cropland area.

Target 2: To reduce land use/ cover conversion in 600 km² of forest area.

Target 3: To reduce water logging in 600 km² area.

Target 4: To reduce soil erosion in hilly areas in 600 km² area.

Target 5: To protect non-saline land areas from salinity intrusion in 1200 km² in coastal zone area.

Target 6: To reduce river bank erosion @100ha/year covering 100 km² areas.

গ) এছাড়াও বাংলাদেশে ভূমির অবক্ষয় ও খরা মোকাবেলায় আরো দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নরুপ:

1. Ecosystem based Approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor wetland area.
2. Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management

ওজোনস্তর রক্ষা

বাংলাদেশ সরকার বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে অবস্থিত ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রটোকলের সংশোধনীসমূহ অনুস্বাক্ষর করেছে। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ যেমন: রিফ্রিজারেশন ও ঔষধশিল্পে ইনহেলার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি); অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহৃত হ্যালোন; কোয়ারেন্টাইন ও কীটনাশক হিসেবে মিথাইল ব্রোমাইড; শিল্পে ব্যবহৃত দ্রাবক হিসেবে মিথাইল ক্লোরোফর্ম ও তৈরি পোষাকশিল্পে ব্যবহৃত স্পট ক্লিনার হিসেবে ব্যবহৃত কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের ব্যবহার শতভাগ রোধ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এয়ারকন্ডিশনিং ও ফোম সেক্টরে হাইড্রো ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (এইচসিএফসি)-এর ব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) বাস্তবায়ন করছে এবং ২০২০ সালে প্রায় ৩৫% এইচসিএফসি এর ব্যবহার কমিয়ে আনা হয়েছে। এইচপিএমপি ২য় স্টেজে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে ৬৭.৫% এইচসিএফসি এর ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার উচ্চ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (এইচএফসি) (যা মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালি সংশোধনীতে সংযুক্ত করা হয়)-এর ব্যবহার কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ৮জুন ২০২০ তারিখে কিগালী সংশোধনী অনুস্বাক্ষর; ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে এস আর ও নং ৪০ আইন/২০২১ জারী ও রিফ্রিজারেটরের উৎপাদনে এইচএফসি ব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে একটি রূপান্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় থ্রি আর

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, জাপান সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের সহায়তায় জাতীয় থ্রি আর (বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রয়ন) কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় থ্রি আর কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে দেশের মাথাপিছু বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস, বর্জ্যের বিভিন্ন অংশ কাঁচামাল হিসেবে পুনরায় ব্যবহার এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাত থেকে বিপুল পরিমাণ আয় করা সম্ভব হবে।

২. থ্রি আর কৌশলের মধ্যে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন এবং অবশিষ্ট বর্জ্যের ধরন অনুসারে পরিবেশগত পরিত্যাজন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কৌশল বাস্তবায়নে সরকার, নাগরিক, শিল্পকারখানা, বেসরকারি খাত, এনজিও, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারী, গণমাধ্যম এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া থ্রি আর কৌশলে থ্রি আর অনুসৃত নীতিমালা, থ্রি আর সম্পর্কযুক্ত নীতি নির্দেশনা, অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এবং থ্রি আর কৌশলসমূহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩. বাংলাদেশের শহরগুলোর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, রংপুর, কিশোরগঞ্জ ও ফেনীতে কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ব্রাহ্মনবাড়ীয়ায় কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণাধীন রয়েছে।

থ্রি আর পাইলটিং

বর্জ্য হ্রাস (Reduce), বর্জ্য পুনঃব্যবহার (Reuse) ও বর্জ্য পুনঃক্রায়ন (Recycle) এর মাধ্যমে দেশে আধুনিক ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর পাইলটিং হিসেবে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কিছু এলাকায় কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল ও কম্পোস্ট প্লান্ট ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটি কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের যথাযথ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি তদারকি করা। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুসারে দেশের সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ দূষণের মাত্রা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে কী না তা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণ করা হয়। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা (ETP - Effluent Treatment Plant), শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা (Sound Barrier), (বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা) (ATP - Air Treatment Plant) স্থাপনসহ সকল প্রকার Mitigation Measures বাস্তবায়ন করার পর এবং নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেটাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার শর্তসাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সময় এসব শর্ত প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের তথ্যাবলী নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)	ছাড়পত্র প্রদান	ছাড়পত্র নবায়ন
২০১০	৪৯৮৭	৫২৯৮
২০১১	৫৪৩৬	৭৪৬৪
২০১২	৬২৮২	৬৬৪৭
২০১৩	৬৮০৩	৭১২৩
২০১৪	৫৮৬৭	৯৩১৪
২০১৫	৬২৬৪	৯৯৯২
২০১৬	৭০৮৩	৯৫৭৭
২০১৭	৬৮৮৭	১০৪৫১
২০১৮	৬২৪৪	১০৯০৭
২০১৯	৫৩১৫	১১,৭৭৮
২০২০	৩৭৭৯	১২,৯৭৫
২০২১	৩৫৩৩	১২,০৭৬

টেবিল ২: পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদানের বছরভিত্তিক বিবরণী।

প্রতি বছর এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের গৃহীত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনিটরিং করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে মোট ২২৪৯ টি শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে (অর্জিত ইটিপি কাভারেজ ৮৩.৯৮%) এবং ২০২১-২০২২ সময়ে (২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত) Annual Performance Agreement (APA)-এ ইটিপি কাভারেজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ৮৩.৯৮%। সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুতল আবাসিক ভবনসমূহে Rain Water Harvesting ব্যবস্থা ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (STP - Sewage Treatment Plant) স্থাপনের এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (Zero Discharge Plan) গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৫৯৬ টি শিল্প কারখানার অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে।

ছাড়পত্র প্রদানের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পগুলোকে দূষণের মাত্রা বা পরিবেশগত প্রভাবের বিচারে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে ৪ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: সবুজ, কমলা ক, কমলা খ এবং লাল। সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবেদনের ভিত্তিতে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। কমলা ক এবং কমলা খ শ্রেণিভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে অবস্থানগত এবং পরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের পর উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ (Environmental Impact Assessment, EIA) করতে হয়। EIA পর্যালোচনার পর তা অনুমোদন এবং সম্ভাব্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

সবুজ শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র ০৩ বছর পর এবং কমলা ক, কমলা খ ও লাল শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র ১ বছর পর পর নবায়ন করতে হয়। ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হয়।

পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ অনুসরণে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে উন্নীত করতে সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে এর বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ-লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) প্রকল্পের সহযোগিতায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন করার ঠিকানা: http://ecc.doe.gov.bd. শিল্প ও প্রকল্প উদ্যোক্তাগণ অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন। পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন প্রক্রিয়াটি ইউনিয়ন ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোক্তাগণের দোরগোড়ায় পৌছে গেছে। এছাড়াও অনলাইনে ডিজিটাল ছাড়পত্র নবায়ন/প্রদান; এসএমএস ও ইমেইলের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। ফলে উদ্যোক্তাগণ সহজেই ঘরে বসে ডিজিটাল ছাড়পত্র গ্রহণ করতে পারে এবং আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারে। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশনের ফলে ছাড়পত্র বিষয়ক কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করা হচ্ছে। এতে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক সকল কার্যক্রম সহজ, স্বচ্ছ এবং আরো গতিশীল হয়েছে।

পরিবেশ সেবা ফোকাল পয়েন্ট

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিটি অফিসে পরিবেশ সেবা ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে যথাসময়ে জনগণ ও উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

গবেষণাগার

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গবেষণাগার রয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়েও গবেষণাগার রয়েছে। এ সকল গবেষণাগারে দেশের প্রধান নদী ও জলাশয়ের পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ এবং তরল বর্জ্য ও বায়ুর নমুনা সংগ্রহপূর্বক পরিবীক্ষণ, শব্দের মান পরিবীক্ষণ, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তরল বর্জ্য, খাবার পানি, বায়ু, শব্দের মান ও যানবাহনের কালো ধোয়া নিঃসরণ পরিবীক্ষণ এবং হোটেল রেস্তোরার খাবার পানির মান পরিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তরল বর্জ্যের বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন:- pH, EC, TDS, BOD, COD, SS, Cr, Pb, Oil & grease ইত্যাদি প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়, যা থেকে উক্ত পানির ব্যবহার, পরিশোধন এবং মৎস্য চাষের উপযোগিতা নির্ধারণ করা যায়। বিভিন্ন নদীর নির্ধারিত বিভিন্ন মনিটরিং পয়েন্ট থেকে সংগৃহীত নমুনা বিশ্লেষিত ফলাফল নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়। এছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইটিপির আউটলেট থেকে কমপ্লায়েন্স মনিটরিং এর জন্য সংগৃহীত নমুনা বিশ্লেষিত ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এবং সদর দপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখায় প্রেরণ করা হয়। তেমনিভাবে বায়ুর গুণগতমান। পরিবীক্ষণের জন্য SPM, SOx, NOx, CO, Pb ইত্যাদি প্যারামিটার নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। খাবার পানি বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্টের খাবার পানিতে কলিফর্ম আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা হয়।

পানি সরবরাহ লাইনে পয়ঃপ্রণালীর সংযোগ আছে কিনা তা নিশ্চিত করে কলিফর্মের উপস্থিতি। উক্ত পানি পরীক্ষার ফলাফল ঢাকা ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণ করা হয়। বর্তমান সময়ে ঢাকা গবেষণাগারে জিএমও ডিটেকশন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল জেলা কার্যালয়েও গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের অটোমেশনের অংশ হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রেরণ অনলাইনে করা হচ্ছে।

মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট

এই কার্যক্রমের আওতায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালিত কার্যক্রম পরিবেশসম্মতভাবে চলছে কি না তা মনিটর করা হয়। এছাড়া যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) লঙ্ঘন করে পরিবেশ দূষণ করছে বা প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করছে এই আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দূষণের মাত্রা বা তার পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে দূষণকারী/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়।

জুলাই ২০১০ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা মাধ্যমে ৯১৭৮ শিল্পকারখানা/স্থাপনা/ উন্নয়ন/প্রকল্প/ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৪৫৪.৭৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ২১৯.৮৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

চিত্র ৮: গত ০৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "Perspective Plan 2021-2041 & 8th Five-Year Plan in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল।

জনসচেতনতা

পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশে অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নির্ধারিত প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া বিশ্ব জলাভূমি দিবস, আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস, বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস এবং আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসসহ পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য দিবস উদযাপন করা হয়।

গণশুনানি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রতি মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার সদর দপ্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা, পরামর্শ বা সম্ভাবনার বিষয়ে উপস্থিত নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় কল্পে গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি অধিদপ্তরের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে গণশুনানিটি প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার ও জেলা কার্যালয়ে প্রথম বৃহস্পতিবার নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিকার প্রার্থী ও সেবা প্রত্যাশীগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গণশুনানির সিদ্ধান্ত অনুসরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দেশের যে কোনো নাগরিক অধিদপ্তরের এ গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সহায়তা কেন্দ্র

পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা পরিবেশ দূষণের অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশ ভবনের প্রবেশমুখে পরামর্শ সেল নামে একটি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পরামর্শ কেন্দ্রের সহায়তা নিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক নাগরিক ও উদ্যোক্তা উপকৃত হচ্ছেন।

জাতীয় পরিবেশ পদক

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য এবং অনুসরণীয় অবদান রেখেছেন এমন যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তিত হয়। প্রতি বছর পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এ ৩টি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ব্যক্তি/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মোট ০৬ (ছয়) টি জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। জাতীয় পরিবেশ পদক হিসেবে ২ তোলা ওজনের স্বর্ণপদক বা সমমানের অর্থ, সনদপত্র, ক্রেস্ট এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পদক প্রদান করেন।

চিত্র ৯: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে গত ২২ মে ২০২২ তারিখে যোগদানকৃত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ।

পরিবেশ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার মধ্যে ১২টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত এবং ৪টি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নের বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। 'ইকোসিস্টেম বেসড এপ্রোচেস টু এডাপটেশন (ইবিএ) ইন দি প্রাউট-প্রন বারিন্ড ট্র্যাক্ট এন্ড হাওর ওয়েটল্যান্ড' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (ক) প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী সরকারি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং (খ) ইকোসিস্টেম ভিত্তিক অ্যাডাপ্টেশন (ইবিএ) ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করা। প্রকল্পটি গ্লোবাল এনভায়রমেন্টাল ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ)-এর আর্থিক এবং ইউএন-এনভায়রমেন্ট (ইউএনইপি) এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২। 'সুনীল অর্থনীতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীবসম্পদের পরিমাণ নিরূপণ' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ Blue Economy Action Plan বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে উপকূলীয় ও সমুদ্র সম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি করা। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩। 'পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণাগার স্থাপন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে: পরিবেশ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় অফিস ভবন ও গাজীপুর জেলা অফিস ভবন নির্মাণ, গবেষণাগার স্থাপন। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজেস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৪। 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প' এ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (ক) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ বাস্তবায়নে অংশীজনদের দক্ষতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি; (খ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে দূষণের মাত্রা, উৎস এবং এর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং (গ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (পাইলটিং) এর মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজেস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫। 'ইস্টাবলিশিং ন্যাশনাল ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন প্রোফাইল টুওয়ার্ডস মেইনস্ট্রিমিং এসএলএম প্র্যাক্টিস ইন সেক্টর পলিসিস (ইএনএএলইউএলডিইপি / এসএলএম)' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (ক) দেশের ভূমি অবক্ষয়ের অবস্থা জানা; (খ) Sustainable Land Management (SLM) মূলধারায় নিয়ে আসা; (গ) SLM পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সূচক (Indicator) নির্ধারণ করা এবং (ঘ) পরিবেশ অধিদপ্তরে DLDD সেল প্রতিষ্ঠা করা।

৬। 'এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য পাওয়ার সেক্টর উইথ দি ফাইনাল ডিসপোজাল অব পলিক্লোরিনেটেড বাই- ফিনাইল (পিসিবি)' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ Poly Chlorinated Bi-phenyls (PCBs)-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় দেশে বিদ্যমান PCB-এর পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা ও পরিত্যাজন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ ক) পিসিবি পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা এবং খ) পিসিবি যুক্ত ৫০০ টন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করা এবং গ) স্টকহোম কনভেনশনের পিসিবি সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি গ্লোবাল এনভায়রমেন্টাল ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ)-এর আর্থিক এবং ইউনাইটেড নেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ওরগানাইজেশন (ইউনিডো)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৭। 'বাংলাদেশ প্যারিস চুক্তির আওতায় পরিবেশ নির্গমন পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা জোরদার করা' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০২০- জানুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ Paris Agreement এর Enhanced Transparency Framework (ETF) এর আলোকে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ বিষয়ে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, Green House Gas Inventory মূল্যায়ন, রিপোর্টিং ও যাচাই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি গ্লোবাল এনভায়রমেন্টাল ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ)-এর আর্থিক এবং ফুড এন্ড এগ্রিকালচার (এফএও)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৮। 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনিবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশান (বিইএসটি) প্রিপারেশন' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ পরিবেশগত সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, সমস্যা সমাধানের উপায় এবং সরকারি বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশগত টেকসইকরণ ও রুপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন বিশ্লেষণ করে 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনিবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশান (বিইএসটি) প্রিপারেশন' প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ডিপিপি প্রস্তুত করা। প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯। 'রিনিউইয়াল অব ইন্সটিটিউশন্যাল স্ট্রেনদেনিং ফর দ্য ফেজ আউট অব ওডিএস (ফেজ-IX)' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মন্ট্রিল প্রটোকল অন ওজোন ডিপ্লিটিং সাবস্টেন্স এর বাধ্যবাধকতা পরিপালনে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওজোন সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি মাল্টিলেটারাল ফান্ড (এমএলএফ)-এর আর্থিক এবং ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১০। 'বাংলাদেশ ফার্স্ট বাইনিয়াল আপডেট রিপোর্ট টু দ্য ইউএনএফসিসিসি' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ বাংলাদেশের প্রথম বাইয়েনিয়াল আপডেট রিপোর্ট প্রস্তুতপূর্বক তা ইউএনএফসিসি-তে দাখিল করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ ক) COP16 ও COP17 এর সিদ্ধান্ত পরিপালনের লক্ষ্যে প্রথম বাইয়েনিয়াল আপডেট রিপোর্ট দাখিল; খ) টেকসই Institutional Arrangement নিশ্চিতকরণ এবং গ) পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। প্রকল্পটি গ্লোবাল এনভায়রমেন্টাল ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ)-এর আর্থিক এবং ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এইউএনডিপি)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১১। 'এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্লান (এইচপিএমপি স্টেজ-২), শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: HCFCs ফেজ আউটে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি এসি ও ১টি এয়ার চিলার ম্যানুফ্যাকচারিং এন্টারপ্রাইজকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা করা, ফলে এ কোম্পানিসমূহ থেকে ১৭.০৯ ওডিপি টন এইচসিএফসি গ্যাস ফেজ আউট হবে। প্রকল্পটি মাল্টিলেটারাল ফান্ড (এমএলএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১২। 'পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় পেস্টিসাইডের ব্যবস্থাপনা করা এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান ৫০০ টন ডিডিটির পরিবেশসম্মত ডিসপোজাল। প্রকল্পটি গ্লোবাল এনভায়রমেন্টাল ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ)-এর আর্থিক এবং ফুড এন্ড এগ্রিকালচার (এফএও)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ

১৩। 'গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১)' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ (ক) ঢাকা ও বন্দর নগরী চট্টগ্রামের নির্বাচিত এলাকায় ৮০,০০০ পরিবারের মধ্যে তিন রঙের (সবুজ, হলুদ ও লাল) ওয়েস্ট বিন বিতরণ; (খ) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য ০২টি করে ০৬টি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ট্রাক সংগ্রহ ও বিতরণ; (গ) মহানগরী ঢাকা ও বন্দর চট্টগ্রামের নির্বাচিত এলাকার বর্জ্য সংগ্রহ/পরিবহনের জন্য ১৫টি রিক্স-ভ্যান বিতরণ এবং (ঘ) থ্রি-আর কর্মসূচি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

১৪। 'সমগ্র শহরগুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটি) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে "প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম" (দ্বিতীয় পর্ব)' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে: ক) প্রকল্প এলাকার বেইজলাইন সার্ভে/জরিপ (আবর্জনা উৎপাদনের হার, আবর্জনার ভৌত ও রাসায়নিক ধরন নিরুপণ; খ) কম্পোস্ট প্লান্ট ও ল্যান্ডফিল সাইটের অবস্থানের জন্য গমনাগমন (traffic); গ) আবর্জনার ভৌত ও রাসায়নিক ধরণ নিরুপনের জরিপ; ঘ) প্রত্যেক শহর/ নগরের ল্যান্ডফিল সাইটের গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন জরিপ এবং ফেনী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২টি পৌরসভায় ১টি করে মোট ২টি কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণ।

১৫। 'বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানিসম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপ' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে: (ক) Satellite Altimetry Data ব্যবহার করে বাংলাদেশের সমুদ্র স্তরের উচ্চতা নিরূপণ; (খ) ২০৩০, ২০৫০, ২০৭০, ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপন ও তার ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে Digital Elevation Models (DEMs) প্রণয়ন করা এবং (গ) উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব নিরূপণ।

১৬। 'কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ- ইসিএ)' শীর্ষক প্রকল্প, এ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ ক) মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় অবস্থিত হাকালুকি হাওরে কৃষিকাজের সুবিধার জন্য ২টি সৌর শক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন খ) হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা এলাকার প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় ১০টি ইঞ্জিন চালিত কাঠের নৌকা সরবরাহ ও সুপেয় পানির জন্য ১১টি হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন গ) হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফের গ্রাম সংরক্ষণ দল (ভিসিজি)-এর সদস্যগণকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান ঘ) কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনুলা ইসিএ'র ইনানী সৈকত এলাকায় ট্যুরিস্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি'র উপর র‍্যাপিড স্টাডি এবং ঙ) কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ইসিএ এবং সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ এলাকার স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি।

চিত্র ১০: মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা

চিত্র ১১: ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোকদিবস ২০২১ উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়, সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে পরিবেশ বিষয়ে কোন স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায়, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন কষ্টসাধ্য হয়ে পরেছে। এ প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিগত ০৪/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ৪র্থ সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা সত্বেও বর্তমানে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও এসিডিফিকেশন মনিটরিং, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, মামলা পরিচালনা, গবেষণাগার যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার এবং নমুনা সংগ্রহ ও বিশেষণ পদ্ধতি, পরিদর্শন পদ্ধতি ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, ই-ফাইলিং ও ই-জিপি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে আয়োজিত ৬২ টি বৈদেশিক সভা, সেমিনার, কর্মশালা বা প্রশিক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালার তালিকা নিম্নে উলেখ করা হলো:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ আয়োজনের সময়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা /কর্মচারীর সংখ্যা
১.	Preparation of Para wise reply of Write Petitions, Leave to Appeal, Contempt & Others- বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১ সেপ্টেম্বর ২০২১	২৮ জন কর্মকর্তা
২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২১	৭৩ জন কর্মকর্তা
৩.	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শৃংখলা ও আচরণ বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১	৩১ জন কর্মকর্তা
৪.	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৩-২৫, ২৮-২৯ নভেম্বর ২০২১	
৫.	E-Lab Automation	২২ ডিসেম্বর ২০২১	২০ জন কর্মকর্তা
৬.	Ecc Automation	২৩ ডিসেম্বর ২০২১	১৮ জন কর্মকর্তা
৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এবং মাঠ কার্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৬ ডিসেম্বর ২০২১	৪৩ জন কর্মকর্তা
৮.	৭ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১৮ জানুয়ারি হতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২	৫৬ জন কর্মকর্তা
৯.	Chemical Management- বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮-১০ জানুয়ারি ২০২২	৩০ জন কর্মকর্তা

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণ আয়োজনের সময়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা /কর্মচারীর সংখ্যা
১০.	Hazardous Waste Management- বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫-১৬ জানুয়ারি ২০২২	২০ জন কর্মকর্তা
১১.	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের শৃংখলা ও আচরণ বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১৯ জন কর্মকর্তা
১২.	নব যোগদানকৃত শিক্ষানবীশ কর্মকর্তাদের (১ম শ্রেণি) ৫ দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	০২-০৩ মার্চ ও ০৬-০৮ মার্চ ২০২২	২১ জন কর্মকর্তা
১৩.	"পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের	১৬ ও ১৭ মে ২০২২	২০ জন কর্মকর্তা

ক্রমিক	কর্মশালা/সেমিনারের বিষয়	কর্মশালা আয়োজনের সময়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা /কর্মচারীর সংখ্যা
১.	Perspective Plan 2021-2041 & 5th 5 Year Plan in Bangladesh- শীর্ষক কর্মশালা	০৯ অক্টোবর ২০২১	৭৮ জন কর্মকর্তা
২.	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত- ২০১৯) -এর সংশোধনী বিষয়ক কর্মশালা	১৬ নভেম্বর ২০২১	৪০ জন কর্মকর্তা
৩.	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ বাস্তবায়ন বিষয়ক পরামর্শক কর্মশালা	০৯ জানুয়ারি ২০২২	১১৮ জন কর্মকর্তা
৪.	খসড়া বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২১ এর তুলনামূলক বিশেষণ ও দ্বৈততা পরিহার বিষয়ক কর্মশালা	০৯ জানুয়ারি ২০২২	৪০ জন কর্মকর্তা
৫.	"৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়" বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা	১৯ মে ২০২২	৫৫ জন কর্মকর্তা

চিত্র ১২: ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

Mosaic of Action

Ensuring sustainable development through conservation of nature and environment of the country is one of the major tasks of the Department of Environment. One of the responsibilities of the Department of Environment is to ensure the implementation of the law for this purpose and to make the people accustomed to abide by the rules and regulations of the law. Among the various responsibilities of the Department is public awareness on pollution control, biodiversity conservation, biosafety and environmental protection. The following are some of the activities of the Department of Environment.

Water Pollution Control

The Department of Environment has been monitoring the standards of surface water since 1973. The major parameters are: pH, Disolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Desolve Solid (TDS), Electrical, Conductivity (EC), Chloride, Turbidity, Arsenic (As), Lead (Pb), Chromium (Cr) and Total Alhalinity. DoE publishes report on water quality on an annually basis on the data collected from the rivers all over the country. To Control water pollution, at the directive of the Department of Environment respective industries set up Effluent Treatment plants to treat their waste water.

Incidental spills of oil and chemicals are one of the gravest detrimental incidents that can affect large areas of land, coast and sea and underlying terrestrial and aquatic ecosystems of Bangladesh. Therefore, the Govt. of Bangladesh has formulated National Oil and Chemical Spill Contingency Plan (NOSCOP) 2020 which is under implementation.

Marine Pollution Control

Incidental spills of oil and chemicals are one of the gravest detrimental incidents that can affect large areas of land, coast and sea and underlying terrestrial and aquatic ecosystems of Bangladesh. Therefore, the Govt. of Bangladesh has formulated National Oil and Chemical Spill Contingency plan (NOSCOP) and published in 2020. This document is the official contingency plan that must be followed according to protocol and hierarchy for immediate response in cases of oil and chemical spill emergencies. This document also serves as a guide for long-term planning and preventive mechanisms that all stakeholders may refer to.

Marine litter is now an important issue at national, regional and international level. To know the status of marine litter, Bangladesh has formulated a Country Report on marine litter status with the help of Soth Asia Co-operative Environment Programme (SACEP). For controlling plastic pollution at sea and for protecting ocean, Commonwealth clean Oceans Alliance (CCOA) has been formed and Bangladesh has joined CCOA formally in 2019.

Air Pollution and Air Quality Monitoring

The frequency of Industrialization and Urbanization has tremendously increased in many folds due to rapid economic growth in various countries all over the world. These amplified the environmental pollution specially the magnitude of air pollution. Alike other south Asian countries the scenario of air pollution in Bangladesh becomes devastating. The leading causes of air pollution in Bangladesh is identified as- running of age-old brick kilns, unplanned development activities, untreated open discharge from industries, hazardous black smoke emission from vehicles, open burning of solid wastes and biomass etc. all over the country. In addition to this, the transboundary pollution has augmented the intensity of air pollution in Bangladesh.

Air pollution is one of the fundamental environmental crisis in all big cities of the country. Urbanizations & Industrializations, Infrastructure constructions, Vehicles, Industries and Brick fields are the main sources of air pollution. The department of environment is monitoring the air quality continuously though establishing 16 continuous air quality monitoring station and 15 compact continuous air quality monitoring stations all over the country.

Locations of 16 continuous air quality monitoring station and 15 compact continuous air quality monitoring stations operated by the department of environment is shown in the below map-

By analyzing the air quality data it is evident that, the magnitude of air pollution is fluctuated due to seasonal climatic variations. Precipitation becomes scarcer in dry season because of lower wind speed and north-western air current. These result an amplified air pollutions (Particulate Matter- PM) in the big cities of the country in dry season. By analyzing the air quality data it is apparent that, the government standard of surrounding air quality exceeds its limit in dry season. Sometimes it becomes twice as of the government set standard. In rainy season wind flows towards inland form the Bay of Bangle which results sufficient rain in Bangladesh which in turn improves the air quality of the country. The air quality meet the government agreed standards almost half of the year (rainy season). The government agreed surrounding air quality standard of 24 hours average of the parameters PM2.5 and PM10 are 65µg/m3 and 150 µg/m3 respectively. It is mentionable that the standard of other pollutants like SO2, CO, NOx and O3 are found within the limit in the year-round.

The air quality parameters of Dhaka and other mega cities of the country; Particulate Matter (PM2.5 and PM10), SO2, CO, NOx and O3 with other climatic data are regularly measured through the continuous air quality monitoring stations of the department of environment. After analyzing the continuous air quality data of the department of environment, Air Quality Index (AQI) is prepared which regularly published in DoE website.

The category of the Air Quality Index (AQI) is formulated though the following process:

Air Quality Index (AQI) for Bangladesh			
Air Quality Index (AQI)	Category		Colour
	In English	In Bangla	
0-50	Good	ভালো	Green
51-100	Moderate	মোটামুটি	Yellow Green
101-150	Caution	সতর্কতামূলক	Yellow
151-200	Unhealthy	মোটামুটি অস্বাস্থ্যকর	Orange
201-300	Very unhealthy	খুব অস্বাস্থ্যকর	Red
301-500	Extremely unhealthy	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর	Purple

Table 1: The category of the Air Quality Index (AQI)

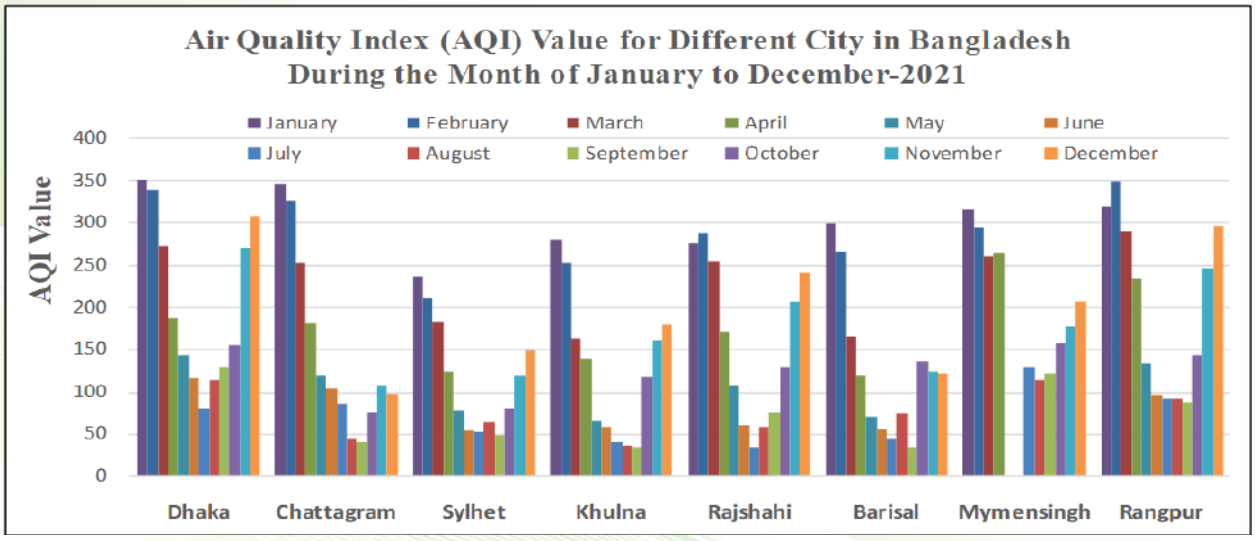

Figure 2: The Air Quality Index (AQI) value comparison of eight cities from January to December 2021

The Department of Environment measures the Particulate Matter ($PM_{2.5}$ and PM_{10}), SO_2, CO, NOx and O_3 in the air of big cities including Dhaka through continuous air quality monitoring stations. By analyzing the data it is apparent that always the $PM_{2.5}$ parameter is represents the AQI generally. If the density or value of the parameter $PM_{2.5}$ in air is in between 0 to 20.04 µg/m³, it indicates a good AQI, if the same is in between 20.5 to 40.04 µg/m³, it indicates moderate AQI, if it is in between 40.5 to 65.4 µg/m³ , it indicates cautious AQI, if it is in between 65.5 to 110.4 µg/m³, it indicates unhealthy AQI, if it is in between 110.5 to 350.4 µg/m³ , it indicates very unhealthy AQI, finally if it exceeds 350.5 µg/m³, it indicates extremely unhealthy AQI. After getting data from all air quality monitoring stations then the Air Quality Index (AQI) is published in the DoE website.

Steps initiated to Control Air Pollution

Intending to environmental protection, the praise-worthy daughter of Bangabondhu; the Prime minister of Bangladesh Shekh Hasina has incorporated Section 18A in the constitution of Bangladesh- "18A.The State shall endeavor to protect and improve the environment and to preserve and safeguard the natural resources, bio-diversity, wetlands, forest and wildlife for the present and future citizens." To hold the constitution in esteem and to build a golden bangle in reality and to ensure the sustainable development, there is no alternative to control environmental pollution specially air pollution.

In order to control the air pollution, the government has identified the key sources of air pollution and initiated proper steps to cease it. Aiming to cut the air pollution and to reduce the use of agricultural soil for brick making, the government has enacted Brick Manufacturing and Kiln establishment (Control) Act, 2013 (amendment 2019). In the meantime, all illegal brick fields of Dhaka including five others surrounding districts of Dhaka have been shut and enforcement against illegal brick fields is in continuous pace. All brick fields produce burning bricks will be forced to shut down by 2025.

Government has made mandatory to use block 100% instead of burning bricks in all government construction works by 2025. Government has increased publicity and other facilities to enhance the use of block in all sphere.

A draft of Air Pollution Prevention, Control and Mitigation Rules has been formulated which is in final stage of approval. After approval the rules will be labeled as "Air Pollution Control Rules, 2022"

Targeting to control air pollution in Dhaka city, all illegal Tyre pyrolysis plants and Led acid battery recycling plants located nearby Dhaka have been uprooted through enforcement drives.

In order to control the air pollution of Dhaka city a committee of higher delegation has been formed keeping the secretary of the ministry of environment, forest and climate change as president with representatives all concern ministries, divisions and departments as well as a guideline about the duties of all concern ministries/divisions has been formulated. All the duties described in the guidelines are implementing through all concern ministries/ divisions/ departments/ institutions.

To control air pollution from vehicle the government has continued monitoring and enforcement drives. To control air pollution from construction and construction material transportation, government has issued circular as well as running mobile court and enforcement drives according to this circular. A project targeted to control air pollution, titled "Clean Air and Sustainable Environment" has been ended in June, 2019. 31 Continuous air quality monitoring stations have been set up under this project in all over the country. Besides this a number of foot over bridge and auto traffic signals have been introduced in both Dhaka North and South city corporation areas in order to cut air pollution due to traffic jam in Dhaka city under this project.

At present there is no single project in the department of environment is associated to air pollution control. But preparatory project about air, water and waste pollution control project titled as- Bangladesh Environment Sustainability and Transformation (BEST) is running now in the department of environment.

Noise Pollution Control

In addition to raising public awareness, enforcement and mobile court activities are being conducted to control noise pollution. The Department of Environment takes action against noise pollution in factories/ projects whose noise standards are found to be outside the standards specified in the area as per Bangladesh Environmental Protection Rules 1997 and Noise Pollution Control Rules, 2006. From January 2019 to February 2022, a total of 661 cases have been filed and punishment in 98 mobile courts for noise pollution and fines of 7,07,700 Tk. The Department of the Environment is also focusing on law enforcement as well as creating environmental awareness among the people to control noise pollution.

A project titled "Integrated and Participatory Project to Control Noise Pollution" has been undertaken by the Department of Environment. The duration of the project is from 01 January 2020 to 31 December 2022. The cost of the project has been estimated at Tk. 4798.480 lakhs. In the financial year 2021-22, the allocation has been fixed at Tk. 728.00 lakhs. As part of the implementation of the Noise Pollution (Control) Rules 2006, the roads around the Bangladesh Secretariat and the Agargaon Administrative Area have been declared "Silent Zone" since December 16, 2019 and September 6, 2020 respectively. A request letter has been issued to the Commissioner of Police of Dhaka Metropolitan Police and Chairman of BRTA to take necessary steps to prevent noise pollution. In addition, all(eleven) city corporations, including Dhaka South City Corporation and Dhaka North City Corporation, have been declared "Silent Zone" and regular mobile courts are being conducted to raise public awareness at the same time.

চিত্র ১৩: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকার দারুসসালামে স্থাপিত সার্বক্ষনিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (CAMS)

Biodiversity Conservation

Bangladesh is a party to the Convention on Biological Diversity (CBD). Being a technical arm of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Department of Environment provides support to the Government of Bangladesh in preparing policies and strategies related to conservation of biological diversity at national and international levels. National Biodiversity Strategy and Action plan (NBSAP), 2016-21 have been prepared and Ecologically Critical Area Management Roles, 2016 and Bangladesh Biological Diversity Act, 2017 have been promulgated. As a signatory country of CBD, Bangladesh has submitted 6th National Report to CBD secretariat.

Department of Environment has implemented various development initiatives towards conservation of biological diversity. Several development projects have been implemented in Ecologically Critical Areas like Hakaluki Haor, Coxs Bazar-Teknaf Peninsula, Sonadia and St.Martin Island.

Biosafety

Bangladesh is a party to the Cartagena Protocol on Biosafey to CBD. To fulfill the obligation of the protocol, Department of Environment has developed the National Biosafety Framework (NBF) 2006. Biosafety Rules 2012 has already been promulgated. The Government of Bangladesh has taken long-term plan of actions to implement the National Biosafety Framework. DoE has taken Implementaiton of the National Biosafety Framework project. To facilitate biosafety activites, DoE has established GMO Detection Lab with modern equipment. The Department of Environment has finalized the draft of the Bangladesh Biosafety Policy 2018.

Natural Resources management and Research

Department of Environment provides necessary assistance to the related agencies for environment friendly management of the natural resources in the country. Ecologically Critical Area (ECA) management programme is audited and evaluated and proper recommendation is endorsed through Controlling harmful activities at government declared Ecologically Critical Areas and by proper monitoring of the common properties, Environment related research and studies are conducted and a database is prepared with the data collected in the process, research, study and survey are also conducted on unique environmental problems and issues.

Ecologically Critical Area (ECA) Management

Vested with the power under Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Amended 2010), to preserve and promote environment and to control and abate pollution, the Department has declared the following areas as Ecologically Critical Area (ECA) for sustainable environment management;

(1) 10 km outer periphery of the Sundarbans,

(2) Coxs Bazar-Teknaf Peninsula,

(3) St. Martin Island,

(4) Sonadia Island,

(5) Hakaluki Haorg,

(6) Tanguar Haor,

(7) Marjat Baor,

(8) Gulshan-baridhara Lake,

(9) Buriganga River,

(10) Turag River,

(11) Balu River,

(12) Shitolakhya River and

(13) Jaflong-Dawki River including Khashia Punji and 500 meter in each side of the river.

Costal and Wetland Biodiversty Management Project (CWBMP) was implemented engaging community for the period of 2003-2011 for natural resources and biodiversity conservation at Hakaluki haor, Coxs Bazar Teknaf Sea Beach, St. Martin Island and Sonadia Island Ecologically Critical Area. Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social protection Project (CBA-ECA Project) has been implemented engaging community for the period of 2010-2015 at Hakaluki Haor and Coxs Bazar Teknaf Peninsula and Sonadia Island for biodiversity conservation and climate change adaption and mitigation. The Strengthening and Consolidation of CBA-ECA project and ecosystem based development, management and conservation of Cox's Bazar-Teknaf Sea-beach and Hakaluki Haor under being incremented.

Research activities:

In order to find new ways to monitor and mitigate environmental pollution, research is conducted every year under the research fund of the Department of Environment with the help of leading research institutes of the country. In the financial year 2021-2022, initiatives have been taken to conduct the following 4 research activities:

1. A Study on the Design and Operation of Industrial Effluent Treatment Plant phase-.
2. An Online Effluent Treatment Plant (ETP) Monitoring System Development and Operation Piloting.
3. Baseline Development for SDG Inducator 12.5.1 on National Recycling Rate and Materials Recycled.
4. Assessment of Methane Emission from Matuail and Amin Bazar Landfill Site and Options for Mitigation.

Action taken to implement Blue Economy:

The Department of Environment has adopted the Blue Economy Action Plan and has been working according to that plan to conserve environment of maritime areas, to reduce pollution of the ocean, to ensure proper environmental management system in retrieving maritime resources, to conserve maritime as well as coastal biodiversity and mainstreaming managerial activities to development works. The following activities have been incorporated to the above mention action plan:

(1) Conservation of marine biodiversity and mainstreaming managerial activities to development works. (2) Capacity building of the Department of Environment to manage maritime as well as coastal resources properly. (3) In response to the adverse effect of climate change, development of data storage accumulating coastal and marine resources as well as ecosystems. (4) Identification of environmental impact strategically to retrieve and manage maritime and coastal resources. (5) Ensure proper conservation and proper management of coastal marine ecosystem and biodiversity. (6) Conserve marine ecosystem and prevent marine pollution implementing International Conventions as well as Protocols on conservation of marine resources. (7) Strengthening laws to control marine pollution. (8) Observe the adverse impact of different pollution to the marine ecosystem. (9) Observe the impact of climate change on marine environment and ecosystem.

The following project has been working to implement the activities among the above mentioned, “In response to the adverse effect of climate change, development of data storage accumulating coastal and marine resources as well as ecosystems” and “Observe the impact of climate change on marine environment and ecosystem”:

1. “Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan.

Besides, to observe the impact of climate change on marine, environment and ecosystem a research-oriented project has been accomplished entitled to “Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts”

চিত্র ১৪: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (০১ নভেম্বর, ২০২১) স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ২৬তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৬) মুল অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন -পিআইডি/ফোকাস বাংলা নিউজ

Activities on Climate Change

Global Climate change is one of the most crucial challenges of current time that threaten the existence of human civilization. The IPCC's latest scientific assessment report titled Sixth Assessment Report (AR6) has issued a red alert on the existence of human civilization for global climate change. Various human activities are responsible for global warming that causes the sea level rising due to the rapid melting of polar ice caps resulting in coastal low lying countries like Bangladesh are in danger. The Department of Environment, under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) is providing necessary assistance and overall coordination to various ministries/ departments/agencies to ensure climate resilience in Bangladesh through the implementation of adaptation and mitigation measures in response to climate change. Under the robust leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has achieved enviable success in addressing the climate change which is being appreciated in the international arena. The major initiatives to address climate change are as follows:

• BCCSAP Update

The government of Bangladesh formulated a comprehensive strategy and action plan, titled Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) in 2009, which is currently being updated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, considering with the highest priority on the national capacity to address the risks of climate change.

• Formulation of National Adaptation Plan (NAP)

National Adaptation Plan (NAP) has been formulated by the government of Bangladesh to implement climate change adaptation activities under the UNFCCC. In the future, NAP will serve as a key document in implementing adaptive activities in the country. The draft NAP has already been prepared which will be finalized by June 2022.

• Submission of Nationally Determined Contributions (NDC)

Bangladesh has prepared and submitted its Nationally Determined Contribution (NDC) in 2015 to the UNFCCC. As per the commitment to the Paris Agreement, Bangladesh revised and submitted Updated Nationally Determined Contribution (NDC) on 26 August 2021, enhancing both unconditional and conditional contribution with ambitious quantifiable mitigation targets. In its NDC, Bangladesh has committed to reduce its GHG emissions by 27.56 million tons CO2 e i.e., 6.73% below BAU by 2030 as an unconditional contribution (using own resources) while reducing an additional emission by 61.9 million tons CO2 e i.e., 15.12% below BAU by 2030 as a conditional contribution (with international support).

• Implementation of Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP)

With the advent of the birth centenary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Government of Bangladesh has taken the 'Mujib Climate Prosperity Plan' - a strategic investment framework to mobilize financing, especially through international cooperation for the protection of future generation from climate change. The Mujib Climate Prosperity Plan shifts Bangladesh's trajectory from one of vulnerability to resilience to prosperity (VRP). The MCPP is currently waiting for final approval.

• Climate Technology Centre and Network (CTCN)

The Department of Environment is working as National Designated Entity (NDE) to accelerate the transfer of climate change adaptation and mitigation technology from developed countries under the Climate Technology Centre and Network (CTCN). So far, the following 03 climate change resilient technology transfer activities have been completed under the CTCN:

- Technology for Monitoring & Assessmentof Climate change impact on Geo-morphology in the Coastal areas of Bangladesh.
- Technical Assistance for saline water purification technology at household level and low-cost durable housing technology for coastal areas of bangladesh.
- Development of a certification course for energy managers and energy auditors of bangladesh.

In Addition, 06 more proposals have been submitted to CTCN-AFCIA for Technical Assistance.

• Joint Crediting Mechanism (JCM)

The Government of Bangladesh is receiving assistance from Japan in power, energy, industry and other sectors for low carbon emissions technology, products, services and infrastructure towards the low carbon emission and sustainable development in the country. The Department of Environment is acting as the JCM Secretariat in Bangladesh. So far 04 technology transfer activities have been accomplished under this project. Besides, 01 more technology transfer activity is in progress of which high-efficiency transmission line is being set up in Barisal-Gopalganj area with technical and financial assistance of Asian Development Bank (ADB) and Japan Fund for JCM (JFJCM).

• Implementation of Clean Development Mechanism (CDM) Project

A total of 24 CDM projects have been undertaken in Bangladesh through Clean Development Mechanism (CDM) established under the Kyoto Protocol of the UNFCCC in order to reduce greenhouse gas emissions. So far, 21 projects have been registered by CDM Executive Board of the UNFCCC. About 18.56 million of Certified Emission Reductions (CERs) have already been issued under several CDM projects.

Cliamte Change related Research and Project Implementation

- The Department of Environment is implementing a research study titled "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" funded by the Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF). Findings from the study shows that in the last 30 years, the sea level in the coastal areas of Bangladesh has been increasing at an annual

rate of about 3.8-5.6 mm. As a result of sea level rise, about 12.34%-16.95% of the coastal area will be submerged by the end of this century.

- The Department of Environment (DoE) is implementing another project, entitled "Ecosystem-based Approaches to Adaptation (EbA) in the Drought-prone Barind tract and Haor wetland area" with a budget of US$ 5.2 million with the support of Global Environmental facility (GEF) and financial support of LDCF along with Technical Assistance of United Nations Environment Programme (UNEP).

- The Department of Environment (DoE) under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has undertaken a project titled "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh" with 9.995 million USD financial support from the Adaptation Fund. The project will help to ensure climate risk reduction, social safeguard and health wellbeing of the vulnerable communities in the coastal small islands and riverine char lands.

- The Department of Environment is implementing a project titled "Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC" under the UNFCCC to support mitigation activities and to reduce greenhouse gas emissions in the country with a view to achieving Sustainable Development Goals.

- The UNFCCC Party members are obliged to establish the Enhanced Transparency Framework (ETF) for reporting and tracking the progress on the implementation of National Commitment as per the Paris Agreement. A project titled "Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh" is being implemented by the Department of Environment with the funding of Global Environment Facility (GEF) and technical support from FAO, Bangladesh to attain this goal. The main activities of the project are- (1) strengthening national institutions for transparency-related activities in line with national priorities; (2) providing necessary tools, training, and assistance to meet the provisions of Article 13 of the Paris Agreement; and (3) improving transparency over time.

International Conventions/ Protocols/ Treaties

The Department of Environment is the operational focal point of several environment related multilateral Conventions or protocols. On behalf of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, The Department of Environment (DoE) has been dealing with the multilateral environmental agreements where Bangladesh is signatory. Some of the main conventions/protocols handled by Department of Environment are as follows

1. UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol and Paris Agreement
2. UN Convention on Biological Diversity (CBD) and Cartagena Protocol on Bio-safety
3. UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)
4. Basel convention on the Control of Trans-boundary Movements of hazardous Wastes and their Disposal
5. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
6. The Montreal protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (a protocol to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)
7. Minamata Convention on Mercury
8. Convention on wetlands of international importance especially as water flow habitat (Ramsar Convention, 1971)

Combat Desertification

In 1994 Bangladesh signed in UNCCD convention and ratified in 1996. As a signatory Bangladesh has obligation to (1) address desertification, drought and land degradation and (2) Submitting biannual report on program under taken by the Government of Bangladesh to address drought and land degradation to UNCCD secretariat. Department of Environment (DoE) had implemented a project on Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-year strategic Plan and framework" to achieve target align with UNCCD. Bangladesh submits a national report on Land Degradation to the UNCCD Secretariat every four years. Following this, the draft of the 7th National Report has been submitted.

This year, the conference of the party or COP-15 is being held in Abidjan, the capital of Ivory Coast. Officials of the Ministry and the Department of Environment, led by the Hon'ble Minister of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, participated in the conference.

Program to address Land Degradation

a) Necessary directives have been included in National Environment Policy 2018 to ensure implementation of Sustainable Land Management (SLM). In addition, DoE is implementing a project title "Establishing National Land Use and Land Degradation Profile toward Mainstreaming SLM Practices in Sector Policies". Updated National Land use map and land degradation profile will be prepared as outcomes of the project. Hotspots were identified; training on SLM best practices will be arranged from this project. In all the project will be implemented following three components. They are:

Components	Outcomes
Component-1 Land use and land degradation profiling	Increased understanding of land use change and land degradation in the country
Component-2 SLM Mainstreaming	Capable national institutions and stakeholders in favour of SLM practices.
Component-3 SLM monitoring	SLM monitoring and evaluation.

b) Land Degradation Neutrality-Target Setting Programme (LDN-TSP)

Bangladesh has given consent to achieve LDN by 2030 as a follow up of United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) resolution in CoP-12.A High level note and National report on LDN were prepared under the supervision of a National Working Group (NWG) formed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) in 2017. Both the reports were uploaded in Performance Review of Information System (PRAIS) of UNCCD by the ministry. In total 119 countries joined in this program and uploaded each national target in this regard. Bangladesh has also primarily set 6 voluntary National LDN targets.

c) Moreover, there are other two projects are in place to address land degradation and drought in Bangladesh. These projects are:

1. Ecosystem based Approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor wetland area.
2. Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management

চিত্র ১৫: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জন্য নির্মিত পাইলট কম্পোস্ট প্ল্যান্ট

Protecting ozone Layer

Bangladesh has accessed Montreal Protocol for the protection of the Ozone Layer stated upon atmosphere and ratified its amendments. The country has phased out chlorofluorocarbons (CFCs) from the refrigeration and air-conditioning (RAC) sectors, pharmaceutical sectors for the production of metered dose inhalers (MDIS); halons from fire extinguishing, methyl bromide (MBr) from quarantine and pre-shipment; methyl chloroform (MCF) and carbon tetra-chloride (CTC) from solvent sectors for spot cleaning of the garments products. Department of Environment is implementing HCFC (hydro chlorofluorocarbon) Phase-out Management Plan (HPMP) to phase-out HCFC from RAC and insulation foam sector. Bangladesh has achieved 35% HCFC reduction target by 2020. Government has taken initiatives of different activities and projects to implement HPMP Stage-II to achieve 67.5% HCFC phase-out target by the year 2025. Government has also taken a conversion project to reduce use of high global warming potential (GWP) hydro fluorocarbon (HFC) from the production of refrigerators in Bangladesh.

Moreover, to reduce the use of highly influential global warming Hydroflurocarbon (HFC) (attached to the Kigali Amendments of Montreal Protocol) government initialed Kigali Amendments on 08 June 2020; Enforcement of SRO no. 40 law/2021 and implementing a transformation project to prevent the use of HFC for the production of refrigerator.

3R Initiative

Department of Environment has undertaken a lead project titled Implimentation on 3R pilot Initiative to disseminate better ideas and practices in waste management as envisaged in the National 3R Strategy for Waste management, 2010; This pilot initiative is intended to reduce, reuse and recycle waste, and decrease green house gas emission from land filling activities. Eventually the initiative exhibits glowing examples of sustainable processes of waste management for their country wide replication. Initially the pilot intervention is being undertaken in selected areas of Dhaka and Chattagram metropolises.

Department of Environment is implementing programmatic CDM project for proper management of solid waste of different cities and towns of the country. Within the 1st and 2nd phase under this project Compost plant are established in Narayangonj, Mymensingh, Cox's Bazar, Rangpur, Kishoreganj and Feni. A Compost plant is under work in Bahmanbaria.

3R piloting

Department of Environment has started activities to introduce modern and sustainable waste management system through reduce, reuse and recycle of wastes as piloting in some areas of Dhaka North, Dhaka South and Chattogram City Corporation. Meanwhile, Landfill Compost plants (at Matuail) of Dhaka City Corporation and Khulna City Corporation are under work continuing under this project.

Environmental Clearance and Renewal

It is mandatory to receive Environmental Clearance for every type of industry and project as per Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Amended 2010).

After ensuring the pollution is within allowable limit, environmental clearance certificate issuance is done for the particular industry/ project. In such cases, Bangladesh Environmental Conservation Act, 1995 (amended at 2010) and Environmental Conservation Rules, 1997 are complied. Awarding environmental clearance for polluting industries/ projects is carried out with stipulating installation of ETP (Effluent Treatment Plant), sound barrier, ATP (Air Treatment Plant) as well as other mitigation measures and formation of In-house environmental monitoring system by industry/ project owned manpower and equipment. Moreover, compliance of these stipulations is ensured while renewal of environmental clearance certificate. Environmental clearance certificate issuance and its renewal information during 2010-2021 are given below:

Year	Enviromental Clearance Issuance (No.)	Renewal Issuance
2010	4987	5298
2011	5436	7464
2012	6282	6647
2013	6803	7123
2014	5867	9314
2015	6264	9992
2016	7083	9577
2017	6887	10451
2018	6244	10907
2019	5315	11778
2020	3779	12975
2021	3533	12076

Table 2: Environmental Clearance Certificate (ECC) issuance and its Renewal (ECN)

Every year, the implemented environmental management system by this chart enlisted industry/ project has been being monitored by Department of Environment (DoE).

Point to be noted that as of 31March, 2022, total 2249 nos, industry/ project are within ETP coverage (achieved ETP coverage 83.98%). For 2021-2022 (till March 2022), the targeted ETP coverage in Annual Performance Agreement (APA) was determined as 83.98%.

Setting up Rain Water Harvesting system and STP (Sewerage Treatment Plant) for multi-storied buildings and ZDP (Zero Discharge Plan) for industry/ project are stipulated during environmental clearance certificate issuance and its renewal to cope with government approved 3R (Reduce, Reuse & Recycle) principle and Resource Conservation Plan implementation. As of 31March 2022, total 596 nos industry/ project are given approval of ZDP (Zero Discharge Plan).

According to Environment Conservation Rules 1997 industries and projects are categorized into four types based on their impact on environment and ecosystems. The types are; green, Orange-A, Orange-B and Red. Environmental Clearance for green category industries and projects is provided through a simple procedure. In case of orange A, orange B and Red category industries and projects, Site Clearance is mandatory at the beginning and then

Environmental Clearance is issued. Red Category industries and projects require Environmental Impact Assessment (EIA) to get environmental Clearance. After EIA study and submission to the Department of Environment, EIA report has to be approved by the Department of Environment, and then the red category industries and projects get environmental clearance.

The Environmental Clearance is to be renewed after three (3) years for green category and one (1) year for orange A, orange B and red category industries respectively.

Automation of Environmental Clearance and its Renewal

To implement the Vision 2021, according to National ICT policy 2009, the present government emphasize on ICT to make poverty free Digital Bangladesh. Department of Environment has also aligned its activities in line with ICT policy.

Department of Environment has introduced automation of Environmental clearance and Renewal with assistance from Access to information (a2i) Project of Honorable prime Minister's Office. The website address for online environmental clearance application is http://ecc.doe.gov.bd. Entrepreneurs can apply for Environmental Clearance and its Renewal through online. The Entrepreneurs of rural areas can apply form Union information Centre and get the certificate. Besides, Digital Certificate Issues and Renewal through online; SMS and Email transaction; as a result, entrepreneur can get digital certificate easily from web and can get the latest status of the application. It has made the clearance and renewal process easy, transparent and speedy.

Focal Point for Environmental Services

Department of Environment is providing timely environmental services for citizen as well as entrepreneurs through engaging the focal point for environmental services in its each office.

Blue Economy Action Plan

Bangladesh has achieved its sovereign rights over about 1,18,813 sq kilometer maritime area after resolution of the dispute settled by ITLOS with the neighboring country Myanmar and India in 2012 and in 2014 respectively. All relevant ministries have taken initiatives to formulate Blue Economy Action Plan directed by the Honorable Prime Minister of Bangladesh to harness the economic development ensuring the sustainable use of marine resources.

Unlike other organizations, Department of Environment has formulated blue economy action plan and doing work accordingly in order to conserve marine ecosystem, control sea pollution, ensure environment friendly management and harvesting of marine resource, mainstreaming marine and coastal biodiversity conservation and management activities. Department of Environment has taken a project as a part of this action plan viz: "Assessment of coastal Marine Biodiversity and Ecosystems" to implement Blue Economy Action Plan. Department of Environment would take more development project to implement the activities of the action plan.

The action plan has been comprised of some important activities with a view to develop Climate resilient and biodiversity rich sustainable coastal and marine ecosystem. Those are:

a) Mainstreaming develop marine biodiversity conservation and management activities; b) Capacity develop to DoE officials for management of coastal and marine resources; c) Prepare combined database of coastal and marine biodiversity due to climate change; d) Assess the Strategic environmental impacts of coastal and marine resource extraction and its management; e) Ensure Biodiversity conservation and management of coastal and marine ecosystem; f) Control marine pollution and conserve its habitat implementing relevant international convention and protocols; g) Strengthening the regulatory system to control marine pollution; h) Monitoring the impact of various point sources for marine pollution and i) Monitoring the impact of climate change on marine habitat.

Laboratories

Laboratories in Dhaka and Chattagram have the wider scope of facilities and they are headed by Directors. The other four (4) laboratories are located at Bogura, Khulna, Barishal and Sylhet. The district offices of the DoE do not have full-fledged laboratories, but they are able to provide small scale laboratory facilities. The department is going to set up well-equipped laboratories at all district offices. Laboratory facilities for analysis of various samples for ascertaining the qualities of the environment pertaining to a specific location, effluents/ emissions from industries/ automobiles, water quality of various water bodies/wetlands/ lakes, etc. are available in all the six divisional laboratories .At present, the Dhaka laboratory has set up GMO Detection Lab. The water quality report of different monitoring stations of different rivers is sent to Nadi Rakkha Commission regularly. Sample is collected from ETP of industries for compliance monitoring & analyzed report is sent to entrepreneurs as well as monitoring & enforcement wing also. As part of the automation of DoE, all applications for sample collection and analysis are received in online and results are also sent out in online.

চিত্র ১৬: ঢাকা গবেষণাগার কর্তৃক গবেষণাগারের কার্যক্রম

Monitoring and Enforcement

As per section 7 of Bangladesh Environmental Conservation Act, 1995 (Amended 2010) compensation is realized from polluter, non-conforming industries/enterprises and persons for the environmental damage done by them. Under this programme, the activities of industries and development projects are monitored to see whether they are maintaing environmental standards set by the Department of Environment

From July 2010 to February 2022 under monitoring and enforcement drive against polluting industries/ projects a total of 454.76 crores compensation is assessed and out of those 219.86 crore taka has been realized from 9178 industries/establishments.

চিত্র ১৭: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক কুমিলা সিইপিজেড পরিদর্শন

Public Awareness

Department of Environment undertakes different programmes to raise public awareness on contemporary environmental issues i.e water pollution, air pollution, noise pollution, climate change, ecosystem, biosafety, biodiversity and so on. The world environment day has been celebrated in a wide range in the whole country to increase public awarness. every year On the occasion of the day extensive activities have been adopted at the national level including division and district level also on the occasion the activities of painting competitions, debates, roundtable meeting and a seven day environment festival have been held. Environment related other days like World Wetland Day, International Day of Biodiversity, World Ozone Day, World Day to Combat Desertification (WDCD), etc. are also observed every year.

চিত্র ১৮: পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর ও পরিচালক জনাব মোঃ জিয়াউল হক কর্তৃক সাভারস্থ ট্যানারী এস্টেট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা (তারিখ: ০৭/০২/২০২২)

Public Hearing (Gonoshunani)

The Director General of the Department of Environment takes part in a Public Hearing on 3rd Thursday of every month regarding environmental problems or prospects or opinion as per directive of Cabinet Division of the Government of the People's Republic of Bangladesh. The Divisional/Regional Offices of the Department organize Public Hearings on the 2nd Thursday of every month while the district offices organize it on the 1st Thursday of every month. Actions are being undertaken as per proceedings of the Public Hearing. The participation is open to any citizen of the country.

Help Desk

A help desk named Consultation Cell has been operationalized at the DoE premise, the paribesh Bahban, to provide assistance to people intending to set up industries or effluent treatment plants or seeking help in filing applications. A good number of people or entrepreneurs are benefited from the help desk assistance.

National Environment Award

The government has introduced National Environment Award in 2009 to recognize individuals and institutions for their outstanding achievement in environment conservation. The Government awards six prizes every year in three categories, viz., Environmental Conservation & Pollution Control, Environmental Research & Technology Innovation and Environmental Education & Awareness. The winners receive a Gold Medal weighing 2 tola or equivalent amount of money, Certificate, Crest and Fifty Thousand Taka Prize Money from the Hon'ble Prime Minister.

Development Project Activies of Department of Environment

The Department of the Environment implements development projects to conserve the environment, control environmental pollution, address the adverse effects of climate change, and meet the obligations of various international agreements. Department of Environment is implementing 16 projects during the FY 2021-2022 of which 12 projects under the Annual Development Program (ADP) and 4 projects are funded by the Bangladesh Climate Change Trust. A short description of the projects are given below:

ADP projects:

1. **Ecosystem-based approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor wetland Area-project:** Objectives of the project are: (a) To increase the capacity of government and local communities living in the Barind Tract and the Haor area and (b) To reduce the negative effects of climate change using Ecosystem-based Adaptation (EbA). Duration of the project is from July 2019 to June 2022. The project is being implemented with financial support from Global Environmental Facilities (GEF) and technical assistance from UN Environment (UNEP).

2. **Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan-project:** Objectives of this survey project is to support and facilitate the implementation of Blue Economy Action Plan to prepare an inventory and integrated database of Coastal and Marine biodiversity resources and ecosystems. Duration of the project is from January 2020 to June 2022. The project is being implemented by Government of Bangladesh's own fund (GoB).

3. **Development of institutional infrastructures, setting up laboratories and enhancement capacity of the Department of Environment, 1st Phase- project:** The main goal of the project is to environment conservation and improvement through capacity enhancement of the Department of Environment. Specific objectives of the project are: (a) Capacity enhancement of the DoE's Barisal divisional office by constructing office building, setting up laboratory and library and (b) Capacity enhancement of the DoE's Barisal divisional office by constructing office building, setting up laboratory and library. Duration of the project is from July 2018 to June 2022. The project is being implemented by Government of Bangladesh's own fund (GoB).

4. **Integrated and participatory project to control noise pollution- project:** Objectives of the project are: (a) Increase the efficiency and public awareness of the stakeholders in the implementation of the Noise Pollution (Control) Rules, 2006 for the purpose of controlling noise pollution in public health and environmental development (b) Collection and preserve of information about the level, source and effects of pollution in order to take action to control noise pollution (c) Establish effective measures to control noise pollution through piloting activities. Duration of the project is from January 2020 to December 2023. The project is being implemented by Government of Bangladesh's own fund (GoB).

5. **Establishing National Land Use and Land Degradation Profile toward mainstreaming SLM practices in sector policies (ENALULDEP/SLM)-project: Objectives of this survey project are:** (a) To increased understanding of land use and state of land degradation in the country (b) To SLM mainstreaming and adopting in sectors and (c) To set SLM Monitoring and Evaluation indicators and establish DLDD cell at DoE. Duration of the project is from January 2020 to December 2023. The project is being implemented with financial support from Global Environmental Facilities (GEF) and technical assistance from UN Environment (UNEP).

6. **Environmentally sound development of the power sector with the final disposal of Poly Chlorinated Bi-phenyls (PCBs)-project:** The main objective of the project is to protect the human health and the environment from the PCB adverse effect by reducing and/or eliminating the releases and exposure to PCBs through establishment of an Environmentally Sound PCB Management System. The specific objectives of the projects are: a) to assist the power sector of the country in fulfilling its PCB-related obligations under the Stockholm Convention by enhancing national capacities for safe PCB management through-out entire life-cycle (inventory, usage, handling, storage, transportation and disposal) and b) to assist the stakeholders for final disposal of more/less 500 tons of PCBs contained equipment's. Duration of the project is from January 2018 up to December 2022. The project is being implemented with financial support from Global Environmental Facilities (GEF) and technical assistance from UN Industrial Development Organization (UNIDO).

7. **Strengthening capacity for monitoring environmental emissions under the Paris Agreement in Bangladesh-project:** The main objective of the project is to implement Enhanced Transparency Framework (ETF) of Paris Agreement by (a) strengthening national institutional arrangements and capacities to enhance MRV transparency in line with NDC activities b) strengthening technical capacity to assess the emissions and removals, and monitor mitigation activities of NDC and c) strengthening capacity to monitor and report adaptation activities in support of the NDC. Duration of the project is from January 2020 up to January 2023. The project is being implemented with financial support from Global Environmental Facilities (GEF) and technical assistance from UN Industrial Development Organization Food and Agriculture organization (FAO).

8. **Feasibility Study & Preparation of DPP for Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST) Project:** The main objective of the project is to preparation of feasibility study and DPP of the "Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation (BEST)" project by analyzing the environmental problems, challenges, way of solutions of the problems and required financing. Duration of the project is from July 2020 up to December 2022. The project is being implemented with financial support from World Bank.

9. **Renewal of Institutional Strengthening for the Phase-Out of ODS (Phase-IX) project:** The main objective of the project is to Conducting survey for the year 2019, 2020 and 2021 for ODS data reporting under Article 7 to Multilateral Fund Secretariat and Ozone Secretariat. Duration of the project is from January 2020 up to June 2022. The project is being implemented with financial support from Multi-Lateral Fund (MLF) through United Nations Development Program (UNDP).

10. **Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC- project:** The main objectives of the project are: (a) to submit biennial update reports (BURs) to fulfill the decisions of COP 16 & 17 (b) establishing sustainable institutional arrangements and (c) enhancing institutional and technical capacity of DoE. Duration of the project is from July 2020 up to March 2023. The project is being implemented with financial support from Global Environmental Facilities (GEF) and technical assistance from United Nations Development Program (UNDP).

11. **HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP Stage-II) for Compliance with the 2020 and 2025 Control Targets under the Montreal Protocol-project:** The main objective of the project is to strengthen capacity of Bangladesh for the phase out of HCFCs. Specific objective of the project is to phase out of 17.09 Ozone Depleting Potential (ODP) tons (1,730,798 CO2-eq tons) from 5 air conditioning and 1 chiller manufacturing enterprises. Duration of the project is from January 2021 up to June 2025. The project is being implemented with financial support from Multi-Lateral Fund (MLF) through United Nations Development Program (UNDP).

12. **Pesticide Risk Reduction in Bangladesh (POPs)- project:** The main Goal of the project is to reduce risk to human and animal health and the environment from stockpiles of POPs and other obsolete pesticides and from on-going excessive use of new POPs and other highly hazardous pesticides (HHP). The duration of the project is from March 2021 to December 2023. The project is being implemented with financial support from Global Environmental Facilities (GEF) and technical assistance from UN Industrial Development Organization Food and Agriculture organization (FAO).

Bangladesh Climate Change Trust Funded projects:

13. **Implementation of 3-R Pilot Initiative Project (Phase-1)- project:** Specific objectives of the projects are: (a) Distribution of colour-coded bins (Red, Yellow and Green) among 80,000 families in the selected areas of Dhaka and Chottogram (b) Distribution of 6 Vacuum Cleaner Trucks in Dhaka North, South and Chottogram City Corporations (c) Distribution of 15 rikshaw-van in Dhaka North, South and Chottogram City Corporations and (d) Public awareness building about 3-R program. The duration of the project is from December 2010 to June 2023.

14. **Programmatic CDM Project Using Municipal Organic Waste of Towns (City Corporation/ Municipalities) in Bangladesh- project:** Objectives of the Project are: (a) Baseline Survey / Survey of Project Area (Determination of Waste Production Rate, Physical and Chemical Types of Waste) (b) Transportation for Compost Plant and Landfill Site Locations (c) Survey of physical and chemical identification of waste and (d) Greenhouse gas emission survey from landfill site of each city / town and Construction of 2 compost plants in Feni and Brahmanbaria. . The duration of the project is from July 2016 to June 2023.

15. **Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts- project:** Objectives of the project are: (a) Estimation of Sea Level Rise in Bangladesh using Satellite Altimetry Data (b) Projection of Sea Level Rise for the year 2030, 2050, 2070, 2100; developing digital elevation models (DEMs) in support of SLR decision-making and (c) Impacts of projected Sea Level Rise on Water, Agriculture and Infrastructure sectors of the coastal region with cost estimation for required investment. The duration of the project is from July 2017 to June 2022.

16. **Strengthening and Consolidation of Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection Project (Strengthening and Consolidation of CBA-ECA Project:** Objectives of the project are: (a) Installation and management of Solar Based Irrigation Plants (b) Strengthening capacity of Village Conservation Groups (VCG) in habitat restoration and protection, biodiversity conservation, climate change adaptation and mitigation activities established under the previous CBA-ECA Project (c) Strengthening capacity of the VCGs to diversify livelihood options through proper utilization and better management of Micro Capital Grant (MCG) and direct input support provided by the CBA-ECA Project (d) Dissemination of the Ecologically Critical Area Management Rules, 2016.). The duration of the project is from July 2016 to December 2021.

Human Resources Development

In line with the continuous development of the present government, the organizational structure and human resources of the Department of Environment have significantly expanded in recent years. However, currently, there is no designated environmental training institute in Bangladesh. As a result, it has become difficult to organize adequate capacity-building activities for the DoE's staff and officials. But the good news is that, in the 4th meeting of the National Environment Committee, the Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the chairperson of the committee, has given her kind consent to establish an Environment and Climate Change related training institute at the headquarters of the Department of Environment. Accordingly, the DoE is working on it.

Despite the absence of a training institute, a training cell has been formed in the DoE's head quarter as a temporary solution as per the government decision. Through this training cell, DoE is trying to provide annually 60 hours of training to all of its officials and staff, as per the government announcement.

In 2021-2022 FY, the training cell of DoE has organized a good number of training and workshops on Sustainable Development, Perspective Plan of Government, Pollution Control, Financial Management, Prosecution Process, Enforcement Process, Annual Performance Agreement, National Integrity Strategy, etc., for capacity development of its human resources. Besides, a significant number of DoE officials have also attended different training, seminars, and workshops organized by other government and non-governmental organizations and international development partners.

The List of Training/Workshop organized for the officers/employees of the Department of Environment in Fiscal Year 2021-2022 are as follows:

1. List of Trainings:

Si. No.	Heading of the Training	Duration of Training	Number of participating officers/employees
1.	Training Course on Preparation of Para wise reply of Write Petitions, Leave to Appeal, Contempt & Others	11 September 2021	28 officers
2.	Training on National Integrity Strategy Action Plan and Implementation of Right to Information Act	20 September 2021	73 officers
3.	Training on Discipline and Code of Conduct for 4th class employees	29-30 September 2021	31 officers
4.	In-house training for 1st class officers	23-25, 28-29 November 2021	20 officers
5.	Training on E-Lab Automation	22 December 2021	18 officers
6.	Training on Ecc Automation	23 December 2021	43 officers
7.	Training Workshop on Implementation of Annual Performance Agreement, National Integrity Strategy Action Plan 2021-2022 and Provision of Feedback on Reports from Field Offices	26 December 2021	56 officers

Si. No.	Heading of the Training	Duration of Training	Number of participating officers/employees
8.	7th Foundation training for 1st class officers	18 January-17 February 2022	30 officers
9.	Training on Chemical Management	08-10 January 2022	20 officers
10.	Training on Hazardous Waste Management	15-16 January 2022	19 officers
11.	Training of 3rd class employees on discipline and code of conduct	16 February 2022	21 officers
12.	5 days in-house training for newly joined trainee officers (1st class)	02-03, 06-08 March 2022	20 officers
13.	Training on "Environmental Clearance Automation"	16-17 March 2022	52 officers

2. List of Workshops/Seminars:

Si. No.	Heading of the Training	Duration of Training	Number of participating officers/employees
1.	Workshop on Perspective Plan 2021-2041 & 5th 5 Year Plan in Bangladesh	09 October 2021	78 officers
2.	Workshop on Amendment of Brick Making and Kiln Installation (Control) Act, 2013 (Amended-2019)	16 November 2021	40 officers
3.	Consultation Workshop on Implementation of Hazardous Waste (E-Waste) Rules, 2021	09 January 2022	118 officers
4.	Workshop on Comparative Analysis and Avoiding Duplication of Draft Air Pollution Control Rules, 2021 and Environmental Protection Rules, 2021	15 January 2022	40 officers
5.	Awareness Workshop on "What to Do to Meet the Challenges of the 4th Industrial Revolution"	19 May 2022	55 officers

আগামীর গতিপথ

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ যেমন আসছে, তেমনি অধিদপ্তরের কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে বহুমাত্রিকতা। বিপন্ন পরিবেশের পরিচর্যা ও প্রতিবেশের পুনরুদ্ধার এবং পরিবেশগত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে এবং এ কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর এমন কার্যধারা অনুসরণ করতে চাইছে যা প্রথার বিপরীত এবং পরিবর্তন-অভিমুখী। এ অধিদপ্তর সম্প্রতি যে সকল আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগত ও কর্মসূচি সংক্রান্ত পরিবর্তন সূচনা করেছে তার উদাহরণ নিম্নরুপ:

আইনগত সংস্কার

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর কোন বিধান লঙ্ঘন বা এ আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে মহাপরিচালককে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। আইনের এ তাৎপর্যকে বিবেচনায় রেখে অপরাধের বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯ এ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)- এর কতিপয় ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০), পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ কে অধিকতর কার্যোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্ণিত আইন ও বিধিমালাটি সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২২ সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রনালায়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ প্রনয়ণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং চিকিৎসা-বর্জ্য(ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিভিন্ন ধারা সংশোধনের লক্ষ্যেও পরিবেশ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রনয়ণ করেছে।

অংশীজনদের নিয়ে বহুপক্ষীয় আলোচনা বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ সংশোধনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ বিধিমালায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিস্তারিত প্রক্রিয়া, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের নিয়মাবলী (সামাজিক প্রভাব ও এর প্রশমনসহ) এবং পরিবেশগত বিপত্তি বা উপদ্রবের কারণে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষতিপূরণ আরোপ ও আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যাদি সন্নিবেশিত হবে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ নীতি অর্থাৎ জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২-এর সংশোধন/ হালনাগাদ চূড়ান্ত করেছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এ বর্ণিত দায়-দায়িত্ব পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। এ বিবেচনায় পরিবেশ অধিদপ্তর সকল জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণের জন্যও পরিবেশ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অধিদপ্তরের একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা প্রণয়নের জন্যও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিকাশমান প্রতিষ্ঠানিক যন্ত্রোপকরণের চাহিদার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগ ও জেলাতে নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য প্রত্যাশিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে:

১. পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনগত সমস্যাবলী নিরসনের জন্য অধিদপ্তর পর্যাপ্ত সংখ্যক কৌসুলী নিয়োগ করবে এবং এ উদ্দেশ্যে

২. বিভাগীয় গবেষণাগারসমূহ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে।

৩. সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক "ট্রান্স বাউন্ডারি এয়ার ও ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন স্থাপনপূর্বক নিরবচ্ছিন্নভাবে বায়ু ও পানির মান পরিবীক্ষণ করা হবে।

৪. পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের একটি উপকূলীয় ও সমুদ্রসম্পদ বিষয়ক অনুবিভাগ স্থাপন করা হবে। সেই সাথে উপকূলীয়

৫. ভূপৃষ্ঠের পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের জন্যও অনলাইন মনিটরিং চালু করা হবে।

৬. পানির গুণগত পরিবীক্ষণের জন্য অনলাইন মনিটরিং চালু করা হবে।

৭. পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৮. অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরুপণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটবেইস তৈরি করা হবে।

পদ্ধতিগত সংস্কার

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অধিদপ্তরের অটোমেশন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এ অটোমেশন পদ্ধতি ওয়েবসাইড ওয়ানস্টপ সার্ভিসের সাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর করেছে। ভবিষ্যতে আবেদনকারীরা ব্যাংক ট্রান্সফার অথবা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করতে পারবেন। আগামীতে কারখানা বা প্রকল্পের স্থান জিপিএস বা অন্য স্যাটেলাইট বেইজড প্রযুক্তির মাধ্যমে জরিপ করাও সম্ভব হবে।

কর্মসূচি সংক্রান্ত সংস্কার

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গভীর তথ্যানুসন্ধান ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। অধিদপ্তর নিজ কর্মসূচির পুনরুজ্জীবন এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি ও নাগরিক সংগঠন এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানমূহের কাজে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে:

১. দেশের নদীনালা, খালবিল, হাওর এবং জলাধার ও জলাভূমির প্রতিবেশগত পুনরুজ্জীবনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২. কয়েকটি প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকার জন্য ইতমেধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষিত অন্যান্য এলাকার জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যাপক-ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের কথাও গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে।

৩. গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প নিঃসরণ কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে।

৪. ভবিষ্যতে একটি পরিবেশসম্মত এলাকা-বিন্যাসের (Land-zoning) নীতি অনুসরণ করবে ভূমির প্রত্যাশিত ব্যবহার অনুযায়ী শহর ও গ্রামীণ জনপদকে ভিন্ন ভিন্ন বলয়ে বিভাজন করবে। দেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র ও প্রাণসত্ত্বা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। এরুপ এলাকা-বিন্যাস নীতি অনুযায়ী তেজগাঁও, পোস্তগোলা বা শ্যামপুর হতে দূষণকারী শিল্পসমূহ ঢাকা মহানগরীর বাইরে পৃথক শিল্পাঞ্চল (Industrial Zone) স্থানান্তরিত হবে।

৫. অনুরূপ এলাকা-বিভাজন অনুযায়ী দেশের নগর-পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাসমূহের সুব্যবস্থাপনার স্বার্থে মহানগরগুলোতে গুচ্ছাকারে গড়ে ওঠা সরকারি দপ্তরসমূহের একাংশ নগরাঞ্চলের বাইরে স্থানান্তর হবে। সরকারে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর এ প্রত্যাশিত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের সহায়তা প্রদান করবে।

৬. পাট অধিদপ্তর, পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পলিথিনের শপিং ব্যাগের পরিবর্তে পাট, কাপড় বা কাগজের ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাবে। বাজারে এরূপ ব্যাগের সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা যেমন অব্যাহত থাকবে, তেমনি শহরের কাঁচাবাজার হতে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ অপসারণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি এবং শহর/নগর কর্তৃপক্ষ ও দোকান-মালিক সমিতির সাথে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের উদ্যোগও চলমান থাকবে। সেই সাথে বিদ্যমান বিধানাবলীর আওতায় পলিথিন শপিং ব্যাগের বিক্রয়, বিপণন, মজুদ ও বিতরণ অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহারের বিরুদ্ধেও পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।

৭. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন,২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) অনুযায়ী দেশের ইটভাটাসমূহকে পরিবশবান্ধব ইভাটায় রুপান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৮. জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০১১-২০২০ অনুযায়ী জাতীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় জীবনিরাপত্তা পরিকাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ অনুযায়ী বিস্তৃত অভিযোজন ও প্রশমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

১০. পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্রের নবায়নের লক্ষ্যে খাত-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

১১. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকাসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের জন্য পৃথক পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে। এ নির্দেশিকাসমূহে পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্যও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে।

১২. যে সকল প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা স্থাপনার অনুকূল পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইস সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং এ ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে নিরীক্ষিত হবে।

১৩. দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তের ভান্ডার গড়ে তুলবে।

১৪. ZDP: সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse, & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে-তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (Zero Discharge Plan) গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হচ্ছে।

Accommodate with New Waves of Change

While the Department of Environment continues to perform a wide array of functions, the Department envisions a paradigm shift to anchor change in the organization and is putting in place concrete measures to underpin the change. The following list illustrates legal, institutional, procedural, and programmatic reforms intended in the organization.

Legal Reforms

The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Amended 2010) gives the Director General of the DoE the power to take necessary and expedient measures against violation of a provision of the law or for non-compliance of a directive issued under the law. Keeping the tenor of the law. Keeping the tenor of the law in view, certain provisions of the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Amended 2010) is listed in the schedule of the Mobile Court Act, 2009. So that the environment act comes under the purview of the Mobile Courts and judicial remedy is readily available for a category of environmental offences.

The DoE is currently engaged in the revision of the Environment Conservation Rules, 2022. Among other things, the Rules are expected to provide a more detailed procedure for obtaining environmental clearance, processes concerning Environmental Impact Assessment (including procedures concerning social impacts and their mitigation), the modality of enforcement to handle environmental clearance, processes concerning Environmental Impact Assessment (including procedures concerning social impacts and their mitigation), the modality of enforcement to handle environmental irritants and nuisances, and the procedure for the imposition of compensation and the method of recovery, etc. Aside from the above; DoE has refromed the Environmental policy, 1992 following a detailed process of multi-Stakeholder consultations. The draft National Environment policy 2018 has been adopted. To make the Act and Rules more applicable action has been taken to amend the Bangladesh Environmental Protection Act, 1995(Amended 2010) and the Environmental Protection Rules, 1997. The draft of the Environmental Protection Rules, 2022 is awaiting for the approval from the concerned Ministry.

It is to be noted that in order to prevent, control and mitigate air pollution public activites have been undertaken to formulate Air Pollution Control Rules, 2022. Besides these, Department of Environment has taken initiative to further amend the various rules of Noise pollution Control Rules, 2006, Medical Waste (Management and Processing), 2006, Solid Waste Management Rules, 2021 and Hazardous Waste (E-Waste) Management Rules, 2021.

Institutional Reforms

Institutional set up of the Department of Environment is not adequate enough to meet the obligation spelled out in the Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 (Amended 2010). The DoE, therefore, pursues a long term plan to open all districts offices. A detailed organogram would be drawn for the expansion of DoE as a long term initiative. This organogram is also expected to meet the current logistical needs of this growing institution. The DoE new Head Office Building is now under construction. The Department would build own office premises initially in all Districts, 2 Divisional offices and 2 metropolitan cities.

Other anticipated changes aimed at strengthening the institution would include;

1. Hiring of a permanent panel of lawyers to deal with all legal matters concerning the DoE.
2. Expansion and modernization of the Divisional Labs.
3. Building necessary Trans-boundary Air and Water Quality Monitoring Stations on other important locations for ensuring continuous monitoring of air quality.
4. Establishment of a Coastal and Marine Wing at the DoE Head Quarters and strengthening of offices in the Coastal Districts

5. All Surface Water Quality Monitoring locations to become functional.

6. Introduction of online monitoring of underground water quality

7. Establishment of a centre for promoting training and research on environment and climate change.

8. Maintenance of a complete database to assess training needs at the DoE.

চিত্র ১৯: অবৈধ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সচেতনতামূলক অভিযান

Procedural Reforms

DoE has already initiated reforms aiming at the simplification of the processes relating to application for environment clearance and EIA. Entrepreneurs are using the automation process. The automation process has been facilitated installation of web based one stop service for the applicants seeking environmental clearance. Inspections and Reconnaissance Survey of specific sites would be undertaken through GPS and other satellite based devices.

Programmatic Reforms

DoE prefers a path of critical though and vigorous engagement in environmental and climate actions. The Department seeks a versatile process of change to revitalize its own programmes and catalyze action other public and private entities. Citizens' organization and academic as well as research institutions. Instances of such actions include the follwing:

1. DoE will take initiative to ecosystem restoration of all rivers, canals, lakes, water bodies and wetlands throughout the country.

2. The DoE has also undertaken programmes to restore several other Ecologically Critical Areas (ACA).The Department plans to launch a detailed phase- wise programme for the ecosystem restoration of all ECAs in the country.

3. A low emission Development Strategy is gradually Bing implemented to reduce greenhouse emission.

4. Repositioning of clusters of governmental offices and establishments outside the Metropolises would be a preferred action towards better management of urban environment and the eco-system in the country. Therefore, DoE would collaborate with other relevant agencies to facilitate the process of decentralization.

5. The DoE would continue to support the Department of Jute and other relevant organizations to popularize Jute or cotton bags in place of polythene shopping bags. While adequate supply of proper kind of shopping bags made of paper or natural fiver (jute, cotton, etc.) will be aligned, polythene shopping bags should immediately be eliminated from all kitchen markets, especially in the cities, towns and urban areas through motivational programms and signing of MoUs between City Corporations and the shop- owners' Associations. The DoE's enforcement drives would continue against marketing, storage and selling of polythene shopping bags, which are declared illegal as per the existing law

6. DoE will ensure all brick kilns in the country to convert into modern brick-kilns as envisaged in the newly promulgated Brick Manufactoring and Kiln Establishment (control) Act, 2013 (amendment 2019).

7. National Biodiversity Strategy and Action Plan have been under revision and being implemented in accordance with the UN Strategy for Conserving Biodiversity, 2011-2020. Elaborate programmes are being undertaken to implement National Biosafety Framework.

8. A database on biodiversity and ecosystem services would be developed based on inventory of the bio-resources.

9. Initiatives will be in place to ensure minimum ecological flow for sustaining the biological resources.

10. A comprehensive adaptation plan would be developed to forestall the impact of climate changes as envisaged in the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009.

11. EIA Guidelines are being updated and introduced for important sectors.

12. Database is being maintained for all establishments that have received environmental clearanc from the DoE and all processes relating to issuance of environmental clearance certificate to be audited regularly.

13. As regards other long-term initiatives to secure environment and the ecosystem of the country, the DoE would develop a repository of information.

14. ZDP: To implement all government approved 3R(Reduce, Reuse & Recycle) principles and Resource Conservation Plans, condition of installing liquid waste recycling zero discharge plans are incorporating in environmental clearance as well as its renewals of all relavent industries and establishments.

চিত্র ২০: পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ (একাংশ)

পরিশিষ্ট

উন্নয়নের নিরবিচ্ছিন্ন ধারা শিল্পায়ন, কৃষির রুপান্তর, প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, নগরায়ণ, জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপতা বাংলাদেশের পরিবেশগত চিন্তা ও কাজকে অভাবিতভাবে প্রভাবিত করছে। পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য প্রয়োজন এবং এ কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর এ ভারসাম্য রক্ষায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। দেশের জলাভূমিগুলো কেউ গ্রাস করুক অথবা নদী, খাল বা হ্রদ দূষিত হোক, এটি প্রত্যাশিত নয়। ভূগর্ভস্থ জলস্থর সংকুচিত হোক, কিংবা কেউ অরণ্য নিধন করুক, এমনটিও কেউ চায় না। পাহাড় বা টিলা কাটা বা মোচন করা হোক এমনটি যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফলাফল তীব্রতর হয়ে উঠুক, এটিও কাঙ্ক্ষিত নয়। এ বিবেচনায় সাংগঠনিক শক্তি আহরণ এবং পরিবর্তনের ধারার লালন পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য অপরিহার্য।

আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরকে দূষণকারীদের পক্ষ হতে প্রতিনিয়ত প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কারিগরি জ্ঞানের অভাব, বাস্তবায়ন ও আইনের প্রয়োগকে অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করে। এ কারণে যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে সুপ্রশিক্ষিত ও দক্ষ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানকে বিন্যস্ত করা। দৃঢ়তা, দক্ষতা এবং কাজে যাদের গভীর অনুরাগ রয়েছে, এমন পরিমার্জিত অভিব্যক্তির কর্মীদলই পারে কোন প্রতিষ্ঠানকে একেবারে বদলে দিতে। তবে এক্ষেত্রে তাদের যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে পর্যাপ্ত সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা ও সমর্থন। তাঁদের যে স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি, সাহসিকতা এবং স্বাধীনভাবে ও বিচারবোধের সাথে কাজ করার স্পৃহা।

পরিবেশ অধিদপ্তর এখন একটি কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পরিকল্পনায় যেমন কিছু প্রত্যাশিত পদক্ষেপ রয়েছে, তেমনি রয়েছে পথচিহ্ন ও কাজের পর্যায়ক্রম। এ কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য সাফল্য, উদ্ভাবনশীলতা ও ফললাভ। দলগত কাজের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন এ কর্মপরিকল্পনার বিশেষ দিক। দলের মধ্যে যাদের ভূমিকা প্রবর্তক ও পথিকৃতের, তারাই এ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবে। দলের সদস্যরা অভিনব ধারণার অবতারণা করবে এবং এ ধারণা থেকে সূচিত হবে কাজের প্রবাহ। কাজের প্রবহমান ধারায় যুক্ত হবে নবধারা, নবপ্রাণ।

Epilogue

The incessant pace of development industrialization, agricultural transformation, alteration of natural system, technological change, urbanization and demographic challenge pose serious threat to the legal rational frame of environment thinking and acting in Bangladesh. As we need to secure environment development nexus. We would therefore need to strengthen our role as an environmental conservation agency. We would not let our wetlands to be grabbed or rivers and lakes to be polluted. Neither would we let the aquifer level to be depleted, nor forests to be denuded. Our hills would not be cut and raged, and we would not be exposed to the severity of climate change in an accelerated pace. It is, therefore quite important that we anchor change in the organization.

Challenges to the implementation and enforcement of environment laws may emanate from the powerful groups of polluters. Lack of technical knowledge may hinder the process of implementation and enforcement. A Change is therefore necessary to man the organization with a group o well trained experts. An organization with a class of capable, smart, upright and devoted people can verily change the organization. Provided them the resources, facilities, and support they need. They would need to cherish freewill and courage, particularly to function independently and judiciously.

The Department is currently working on plan of action a plan that would set out the key steps markers and the sequence of action. The action plan would aim at performance, innovation, and results, and would focus on team work that paves the way for pace and trend setters. The team members would bring a variety of ideas to the table; Ideas will the lead to cascading actions. Actions are revisited and thus and thus a new spiral of action begins. Change leads to Change. And change comes in waves.

পরিবেশ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক/বিভাগীয়/মহানগর/জেলা কার্যালয় ও বিভাগীয় গবেষণাগার

ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়
পরিবেশ ভবন
ই/১৬ আগারগাঁও
শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১৮১৭৮৯

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
পরিবেশ ভবন
জাকির হোসাইন সড়ক, খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০২
ফোন: ০৩১-৬৫৯৩৭৯,
ফ্যাক্স: ০৩১-২৫৬৬১৭১
ই-মেইল: chittagong@doe.gov.bd

রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়
পরিবেশ ভবন
নিশিন্দারা, বগুড়া-৫৮০০
ফোন: ০৫১-৬০৮১০, ফ্যাক্স: ০৫১-৬৫৪৬৩
ই-মেইল: rajshahi@doe.gov.bd

খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়
পরিবেশ ভবন
বয়রা, খুলনা-৯০০০
ফোন: ০৪১-২৮৫০১২১, ফ্যাক্স: ০৪১-২৮৫০১৯০
ই-মেইল: Khulna@doe.gov.bd

সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়
বিভাগীয় পর্যায়ের বহুতল অফিস ভবন
(৫ম তলা), আলমপুর, সিলেট-৩১০০
ফোন: ০৮২১-৮০১২২
ফ্যাক্স: ০৮২১-২৮৩০২৭৮
ই-মেইল: sylhet@doe.gov.bd

বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়
৩৯৯ নবগ্রাম সড়ক, বরিশাল-৮২০০
ফোন: ০৪৩১-২১৭৭৫১৩
ফ্যাক্স: ০৩৪১-২১৭৬১৩৮
ই-মেইল: barisal@doe.gov.bd

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়
৫৭ কাজী নজরুল ইসলাম রোড, ময়মনসিংহ
ফোন: ০৯১-৬৩৯৬০
ফ্যাক্স: ০৯১-৬৩৯৬০
ই-মেইল: mymensingh@doe.gov.bd

রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়
পর্যটন রোড, কোতয়ালী, রংপুর
ফোন: ০৫২১-৬৪০৩৪
ফ্যাক্স: ০৫২১-৬৪০৩৪
ই-মেইল: rangpur@doe.gov.bd

ঢাকা মহানগর অফিস
পরিবেশ ভবন।
ই/১৬ আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১৮১৭৮৯
ই-মেইল: dhakametro@doe.gov.bd

চট্টগ্রাম মহানগর অফিস
পরিবেশ ভবন
জাকির হোসাইন সড়ক খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০২
ফোন: ০৩১-২৫৬৬৬৯৬
ই-মেইল: chittagongmetro@doe.gov.bd

ঢাকা গবেষণাগার
পরিবেশ ভবন
ই/১৬ আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১৮১৭৯৬
ই-মেইল: dhakalab@doe.gov.bd

চট্টগ্রাম গবেষণাগার
পরিবেশ ভবন
জাকির হোসাইন সড়ক খুলশী, চট্টগ্রাম-৪২০২
ফোন: ০৩১-২৫৬৬৩৪৪
ই-মেইল: chittagonglab@doe.gov.bd

গাজীপুর জেলা কার্যালয়
ধানসিড়ি টাওয়ার, বাড়ি-৪৮/১৪ (৩য় তলা)
ব্লক-এ, সার্ডি রোড, চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর
ফোন: ৯২৬১৭৪৪, মোবাইল: ০১৭১২১৭০৯৪৬
ই-মেইল: gazipur@doe.gov.bd

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কার্যালয়
বাড়ি নং-১৩৬০/৮ (পুনিয়ারউট বাইপাস মোড়)
নয়নপুর সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
ফোন: ০৮৫১৫৭৭৫৭, মোবাইল: ০১৭১২৫৩৯১৬৫
ই-মেইল: brahmanbaria@doe.gov.bd

নরসিংদী জেলা কার্যালয়
৩৮৬/১ পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী
ফোন: ০২-৯৪৫১৮৭২, মোবাইল: ০১৭১২৭২৭৮৭২
ই-মেইল: narsingdi@doe.gov.bd

ফেনী জেলা কার্যালয়
বাড়ি নং-৩৭৭/১ সার্কিড হাউজ রোড, ফেনী
ফোন: ০৫২১৬৪০৩৪, মোবাইল: ০১৯২২৩৫১৭৩৬
ই-মেইল: feni@doe.gov.bd

নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়
মা আমেনা স্বপ্ন টাওয়ার (৪র্থ তলা)
পূর্ব লামাপাড়া, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
ফোন: ৭৬৪২৪১১
মোবাইল: ০১৭১২০১৬৮৯৯
ই-মেইল: narayanganj@doe.gov.bd

কুমিলা জেলা কার্যালয়
কার্জন কুঠির, জজ কোর্ট রোড, কুমিল্লা
ফোন: ০৮১৬৬৯০৬
মোবাইল: ০১৮১৭৫১৬৫৪৫
ই-মেইল: doecomilla@gmail.com

টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয়
বি-২৪/১০, বিশ্বাস বেতকা, আট পুকুর পাড়, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬১৩৩৭
মোবাইল: ০১৭৫৯১৯৫১৮৭
ই-মেইল: tangail@doe.gov.bd

চাঁদপুর জেলা কার্যালয়
২২/১৯, মেরিন ভিউ স্টেডিয়াম রোড, চাঁদপুর
ফোন: ০৮৪১৬৭২৯২
মোবাইল: ০১৯১৩০৬১৯৫৭
ই-মেইল: chandpur@doe.gov.bd

ফরিদপুর জেলা কার্যালয়
মৃধাঁ ভিলা, গোয়াল চামট, ফরিদপুর
ফোন: ০৬৩১৬১৯১৯, মোবাইল: ০১৭১১২৩০৯৫৩
ই-মেইল: faridpur@doe.gov.bd

বাগেরহাট জেলা কার্যালয়
৯৯৭, গুল-এ রানী, আমলাপাড়া, সদর, বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৮৬৪২০১, মোবাইল: ০১৯১১১৬১২৯২
ই-মেইল: bagerhat@doe.gov.bd

মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়
সাং-পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ
ফোন: ০৭১-৬৩১৫৬, মোবাইল: ০১৭১৫৪১১৬৬৬
ই-মেইল: munshiganj@doe.gov.bd

কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়
শাহরিয়ার টাওয়ার (২য় তলা)
ঝিনাইদহ রোড, চৌড়হাস, কুষ্টিয়া
ফোন: ৭৬২০৭৪২, মোবাইল: ০১৭১২-৯০৩১৩৭
ই-মেইল: kushtia@doe.gov.bd

মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয়
৪২, (৪র্থ তলা) বেউথা ঘাট, মানিকগঞ্জ
ফোন: ৮১৮১২৬৩ মোবাইল: ০১৭১৮১৫০২৭৫
ই-মেইল: nuralam206@yahoo.com

যশোর জেলা কার্যালয়
ডি আই জি (প্রিজন) রোড, শেখহাটি, সদর, যশোর
ফোন: ০৪২১৬০৭৭৪, মোবাইল: ০১৭১২৫৬২১৬৪
ই-মেইল: jessore@doe.gov.bd

কক্সবাজার জেলা কার্যালয়
সাইমুন রোড,ঝাইতলা, কক্সবাজার-৪৭০০
ফোন: ০৩৪১৬২২৩২, মোবাইল: ০১৫৫২৩৪০৬৭৩
ই-মেইল: coxsbazar@doe.gov.bd

রাজশাহী জেলা কার্যালয়
৫২, ফিরোজাবাদ, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১৭৬১৪১০, মোবাইল: ০১৭৬৫৭১১৩৪৯
ই-মেইল: rajshahidist@doe.gov.bd

নোয়াখালী জেলা কার্যালয়
প্রধান সড়ক, মাইজদী বাজার, নোয়াখালী
ফোন: ০৩২১৭১৭১৫, মোবাইল: ০১৯১৬১৫১২৭০
ই-মেইল: noakhali@doe.gov.bd

রংপুর জেলা কার্যালয়
বাড়ি নং-৯০/১, রোড নং-৬, কেরানীপাড়া,
কোতোয়ালী, রংপুর। ফোন: ০৫২১৬৪০৩৪
ই-মেইল: rangpur@doe.gov.bd

দিনাজপুর জেলা কার্যালয়
জামান'স কর্ণার, বাসা নং ১৪৭/এ
রোড নং ৩, ঈদগাহ আবাসিক এলাকা
কোতোয়ালী, দিনাজপুর
মোবাইল: ০১৭৩৩১৯১৯১৩
ই-মেইল: sakursy1@gmail.com

সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয়
৮৩ দক্ষিণ, পলাশপোল (নারকেল তলা ব্রীজ সংলগ্ন)
খুলনা রোড, পলাশপোল,
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা
মোবাইল: ০১৫৫৬৩৪০৭৭৬
ই-মেইল: sarderdoe@gmail.com

নওগাঁ জেলা কার্যালয়
রেইনবো, উকিলপাড়া
ওয়ার্ড নং-২, নওগাঁ সদর, নওগাঁ
মোবাইল: ০১৭১১০৬৭৮৯১
ই-মেইল: mokbuldoe@gmail.com

পটুয়াখালী জেলা কার্যালয়
সিটি সেন্টার (৫ম তলা পূর্ব পাশ্ব)
ফায়ার সার্ভিস রোড, পটুয়াখালী
মোবাইল: ০১৭৩২৭৭১৬৭৪
ই-মেইল: kazisaifuddindoe@gmail.com

নেত্রকোনা জেলা কার্যালয়
সামস্ টাওয়ার, বাড়ী নং-১২২২, পুরাতন কোর্ট রোড
মোক্তরপাড়া, নেত্রকোনা
মোবাইল: ০১৭১১৯৪৬৪৫২
ই-মেইল: parvezahmed7979@yahoo.com

ভোলা জেলা কার্যালয়
রহিমা ভিলা (নিচতলা)
পৌরকাটালি, সদর, ভোলা
মোবাইল: ০১৭১৮১২১৭৫০
ই-মেইল: totamia1970@yahoo.com

কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়
২৫৬, গাইটাল,সদর, কিশোরগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭১৭৮২৮৮৩৮
ই-মেইল: rtsouravdoe@gmail.com

মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়
রহমানিয়া টাওয়ার, ৩৬১ এম সাইফুর
রহমান রোড, মৌলভীবাজার
মোবাইল: ০১৭২২২৯২৪৪৭
ই-মেইল: bodrul.du@gmail.com

শেরপুর জেলা কার্যালয়
উপজেলা রোড(স্টেডিয়াম গেটের বিপরীতে)
চকপাঠক, শেরপুর
মোবাইল: ০১১৯৯১০৫১৮৮
ই-মেইল: almahmud76@gmail.com

গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়
১২৬, কলেজ মসজিদ রোড, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭২২৪৪৯৪৫০
ই-মেইল: aasad.du40@gmail.com

পাবনা জেলা কার্যালয়
সাং নুরপর বাইপাস, পাবনা সদর, পাবনা
ফোন: ০৭৩১৬৩৪০৩
মোবাইল: ০১৯১৫০৩৯৯৬৩
ই-মেইল: mnhbau@gmail.com

বান্দরবন পার্বত্য জেলা কার্যালয়
বকুল ছায়া নীড় (৩য় তলা)
রাজার মাঠের দক্ষিন পার্শ্ব, সদর, বান্দরবান
মোবাইল: ০১৭২১৪৬৯৯৭৪
ই-মেইল: sohelchowdhury71@yahoo.com

জামালপুর জেলা কার্যালয়
হোল্ডিং #১০৭, বজ্রাপুর রোড, ভোকেশনাল মোড়,
জামালপুর সদর, জামালপুর
মোবাইল: ০১৭২৩৬৯৪৩১৬
ই-মেইল: mranabmbru59@gmail.com

কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়
দাগ নং-৭৫, খেজুরতলা মোড়, নাজিরা,
উপজেলা সদর, কুড়িগ্রাম
মোবাইল: ০১৭২৩৩৬৮৮১
ই-মেইল: rezaul.chem4568@gmail.com

সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয় হোল্ডিং নং-১৭৫, সপ্তর্ষি হাউজ, সি.ও.রোড, হোসেনুর (দক্ষিণ), সদর, সিরাজগঞ্জ-৬৭০০ ফোন: ০২৫৮৮৮৩০৩৩৭, মোবাইল: ০১৭২৭-৯৪৩৫৫০ ই-মেইল: gafur.env@gmail.com	**পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়** দাগ নং-৬৫৫০, ইসলামবাগ ০১৯১৩০৬১৯৫৭ সদর উপজেলা, পঞ্চগড় মোবাইল: ০১৬৪৫৪৬৫৩৩০ ই-মেইল: yusufalichemist@gmail.com
ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয় ২১, অগ্নীবীনা সড়ক, ঝিনাইদহ মোবাইল: ০১৮৩৭৪৫৬৫৫৩ ই-মেইল: srirup.majumder@gmail.com	**নড়াইল জেলা কার্যালয়** জননী হাউস, হোল্ডিং নং-৬৪৩, আলাদাতপুর, নড়াইল মোবাইল: ০১৬৮৮৭২৯৯২০ ই-মেইল: kamalmehedi95@gmail.com
নীলফামারী জেলা কার্যালয় মৌজার জে এল নং-৫৩, খতিয়ান নং-৫২৬ প্লট নং-৭৫৯, জেলাঃ নীলফামারী মোবাইল: ০১৭২০২৫৭৮০৯ ই-মেইল: kamal.doe@gmail.com	**নাটোর জেলা কার্যালয়** দাগ নং-৯৩০৯, ৯৩১০, খতিয়ান নং ১৯৯৮৫, বগুড়া নাটোর মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে, হাজরা নাটোর, জেলাঃ নাটোর মোবাইল: ০১৭১২৫৪০৭১১ ই-মেইল: sukumarsaha@doe.gov.bd
শরীয়তপুর জেলা কার্যালয় জামজম টাওয়ার, চৌরঙ্গী মোড়, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর মোবাইল: ০১৭১৭০৬০৬৩৪ ই-মেইল: rashel31noman@gmail.com	**বরিশাল জেলা কার্যালয়** ৩৯৯, নবগ্রাম রোড (নিচতলা), থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ বরিশাল মোবাইল: ০১৭১২০৮৬৪৬৬ ই-মেইল: abdulmalekmia@yahoo.com

Regional/Divisional/Metropolis/Districs offices and Divisional Laboratories of Department of Environment

Dhaka Regional Office Paribesh Bhaban E/16, Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka-1207 Phone: 88 02 8181794 Fax: 88 02 8181795 Email: dhaka@doe.gov.bd	**Chattagram Regional Office** Paribesh Bhaban Zakir Hussain Road Khulshi, Chattogram 4202 Phone: 88 031 659379, Fax: 88 031 2566171 Email: chittagong@doe.gov.bd
Rajshahi Divisional Office Paribesh Bhaban Nishindara, Bogura 5800 Phone: 88 051 60810, Fax: 88 051 65463 Email: rajshahi@doe.gov.bd	**Khulna Divisional Office** Paribesh Bhaban Boira, Khulna 9000 Phone: 88 041 2850121, Fax: 88 041 2850190 Email: khulna@doe.gov.bd
Sylhet Divisional Office Divisional Level Multi-storied Office Building (5th Level) Alampur, Sylhet 3100 Phone: 88 0821 80122, Fax: 88 0821 2830278 Email: sylhet@doe.gov.bd	**Barishal Divisional Office** 399 Nabagram Road, Barishal 8200 Phone: 88 0431 2177513 Fax: 88 0431 2176138 Email: barisal@doe.gov.bd
Mymensingh Divisional Office 57 Kazi Nazrul Islam Road, Mymensingh Phone: 091-63960, Fax: 091-63960 E-mail: mymensingh@doe.gov.bd	**Rangpur Divisional Office** Parjatan Road, Kotwali, Rangpur Phone: 0521-64034, Fax: 0521-64034 E-mail:rangpur@doe.gov.bd
Office for Dhaka Metropolis Paribesh Bhaban E/16, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 Phone: 88 02 8181789 Fax: 88 02 8181773 Email: dhakametro@doe.gov.bd	**Office for Chattagram Metropolis** Paribesh Bhaban Zakir Hussain Road Khulshi, Chattagram-4202 Phone: 88 031 659379, Fax: 88 031 2566171 Email: chittagongmetro@doe.gov.bd
Dhaka Laboratory Paribesh Bhaban E/16, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 Phone: 88 02 8181794, Fax: 88 02 8181795 Email: dhaka@doe.gov.bd	**Chattagram Laboratory** Paribesh Bhaban Zakir Hussain Road Khulshi, Chattagram-4202 Phone: 88 031 659379 Fax: 88 031 2566171 Email: chittagong@doe.gov.bd
Gazipur District Office Dhanshiri Tower, House-48/14 Sardi Road, Chandona, Joydebpur, Gazipur. Phone: 9261744 Mobile: 01712170946 Email: gazipur@doe.gov.bd	**Brahmanbaria District Office** House No.-1360/8 (Puniaroat bypass Road) Nayanpur Sadar, Brahmanbaria. Phone: 085157757 Mobile: 01712539165 Email: brahmanbaria@doe.gov.bd
Narsindhi District Office 386/1, West Brahmondi, Narsindhi. Phone: 02-9451872 Mobile: 01712727872 Email: narsingdi@doe.gov.bd	**Feni District Office** House No.-377/1, Circuit House Road, Feni. Phone: 052164034 Mobile: 01922351736 Email: feni@doe.gov.bd

Narayanganj District Office Ma Amena Shopno Tower (3rd floor) East Lamapara , Fatullah, Narayanganj. Phone: 7642411, Mobile: 01712016899 Email: narayanganj@doe.gov.bd	**Comilla District Office** Karzan Kuthir, Judge Court, Comilla. Phone: 08166906 Mobile: 01817516545 Email: doecomilla@gmail.com
Tangail District Office B-24/10, Biswas Betka, Eight Pukur Par, Tangail. Phone: 0921-61337 Mobile: 01759195187 Email: tangail@doe.gov.bd	**Chadpur District Office** 22/19, Marin View, Stadium Road, Chadpur. Phone: 084167292 Mobile: 01913061957 Email: chandpur@doe.gov.bd
Faridpur District Office Mridha Villa, Goalchamot, Faridpur. Phone: 063161919 Mobile: 01711230953 Email: faridpur@doe.gov.bd	**Bagerhat District Office** 997, Gul-A-Rani, Amlapara, Sadar, Bagerhat. Phone: 04686420 Mobile: 01911161292 Email: bagerhat@doe.gov.bd
Munshiganj District Office Panshar, Munshiganj. Phone: 071-63156 Mobile: 01715411666 Email: munshiganj@doe.gov.bd	**Kustia District Office** Shariar Tower (1st Floor), Jhinaidhaha Road, Chourhash, Kustia. Phone: 7620742, Mobile: 01712-903137 Email: kushtia@doe.gov.bd
Manikganj District Office 42 (3rd floor), Beitha Ghat, Manikganj. Phone: 8181263 Mobile: 01718150275 Email: nuralam206@yahoo.com	**Jessore District Office** D.I.G (Prijon) Road Sheikh Hati, Sadar, Jessore. Phone: 042160774, Mobile: 01712562164 Email: jessore@doe.gov.bd
Cox's Bazar District Office Saimon Road, Jhaitala, Cox's Bazar-4700. Phone: 034162232 Mobile: 01552340673 Email: coxsbazar@doe.gov.bd	**Rajshahi District Office** 52, Afsan Nir, Firozabad, Sopura, Boalia, Rajshashi. Phone: 0721761410 Mobile: 01765711349 Email: rajshahidist@doe.gov.bd
Noakhali District Office Oman House (Ground Floor) Main Road, Anantapur, Noakhali. Phone: 032171715, Mobile: 01916151270 Email: noakhali@doe.gov.bd	**Rangpur District Office** House No.-90/1, Road No.-6, Keranipara, Kotwali, Rangpur. Phone: 052164034 Email: rangpur@doe.gov.bd
Dinajpur District Office Zaman's Karnar, House No.-147/A Road No.-3 Eidgah Residential Area, Kotwali, Dinajpur. Mobile: 01733191913 Email: sakursy1@gmail.com	**Satkhira District Office** 83, South Palashpul (Adjacent to the Narkal Tala Bridge) Khulna Road, Palashpul, Satkhira Sadar, Satkhira. Mobile: 01556340776 Email: sarderdoe@gmail.com
Noagaon District Office Rainbow, Ukilpara Ward No.-2, Noagaon Sadar, Noagoan. Mobile: 01711067891 Email: mokbuldoe@gmail.com	**Patuakhali District Office** City Centre (4th Floor East Site) Fire Service Road, Patuakhali. Mobile: 01732771674 Email: kazisaifuddindoe@gmail.com

Netrokona District Office Shams Tower, House No.-1222 (4th Floor) Puran Court Road, Muktapara, Netrokona. Mobile: 01711946452 Email: parvezahmed7979@yahoo.com	**Bhola District Office** Rahim Villa (Ground Floor) Pourkatali, Sadar, Bhola. Mobile: 01718121750 Email: totamia1970@yahoo.com
Kishoreganj District Office 256, Gaital, Sadar Kishoreganj. Mobile: 01717828838 Email: rtsouravdoe@gmail.com	**Moulvibazar District Office** Rahmania Tower, 361 M. Saifur Rahman Road, Moulvibazar. Mobile: 01722292447 Email: bodrul.du@gmail.com
Sherpur District Office Upazilla Road (Opposite the Stadium Gate) Chakpathak, Sherpur. Mobile: 01199105188 Email: almahmud76@gmail.com	**Gopalganj District Office** 83 Gopalganj District Office 126, College Mosque Road, Gopalganj. Mobile: 01722449450 Email: aasad.du40@gmail.com
Pabna District Office Nurpur Bypass, Pabna Sadar, Pabna. Phone: 073163403 Mobile: 01915039963 Email: mnhbau@gmail.com	**Bandarban District Office** Bakul Chaya Nir (2nd Floor) South Side of the Rajar Mat, Sadar, Bandarban. Mobile: 01721469974 Email: sohelchowdhury71@yahoo.com
Jamalpur District Office Holding #107, Bazrapur Road, Vocational Mor, Jamalpur Sadar, Jamalpur. Mobile: 01723694316 Email: mranabmbru59@gmail.com	**Kurigram District Office** Dag No.-75, Khejurtala Mor, Nazira Sadar, Kurigram. Mobile: 0172336881 Email: rezaul.chem4568@gmail.com
Sirajganj District Office Holding No.-175, Saptarshi House, C.O. Road Hossainpur (South), Sadar, Sirajganj-6700. Phone: 02588830337, Mobile: 01727-943550 Email: gafur.env@gmail.com	**Panchagarh District Office** Dag No.-6550, Islampur Sadar, Panchagarh. Mobile: 01645465330 Email: yusufalichemist@gmail.com
Jhenaidah District Office 21, Agniveena Road, Jhenaidah. Mobile: 01837456553 Email: srirup.majumder@gmail.com	**Narail District Office** Janani House, House No.-643, Aladatpur, Narail. Mobile: 01688729920 Email: kamalmehedi95@gmail.com
Nilphamari District Office Mouja J.L No.-53, Khatian No.-526, Plot No.-759, Nilphamari. Mobile: 01720257809 Email: kamal.doe@gmail.com	**Natore District Office** Dag No.-9309, 9310, Khatian No. -19985, East Side Of Bogra-Natore Highway, Hajra, Natore. Mobile: 01712540711 Email: sukumarsaha@doe.gov.bd
Shariatpur District Office Zam Zam Tower, Chourangi Mor Shariatpur Sadar, Shariatpur. Mobile: 01717060634 Email: rashel31noman@gmail.com	**Barishal District Office** 399, Nabogram (Ground Floor), Kotwali, Barishal. Mobile: 01712086466 Email: abdulmalekmia@yahoo.com

চিত্র ২১: "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" পরিবেশ ভবন, ঢাকা

চিত্র ২২: পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের ছাদবাগান

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুশিল্পী মাশহুন জাহান মুগ্ধ-এর আঁকা ছবি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুশিল্পী কানিজ ফাতেমা ঐশী-এর আঁকা ছবি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন শিশুশিল্পী শারমিন আক্তার-এর আঁকা ছবি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন শিশুশিল্পী সুহাইব ওয়াসিত্ব-এর আঁকা ছবি

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৮০০, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭৭২
ইমেইলঃ dg@doe.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.doe.gov.bd